গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৪ বর্ষ ৩১ সংখ্যা | ১৮ - ২৪ মার্চ ২০২২ | www.ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের পথিকৃৎ
মহান কার্ল মার্ক্স স্মরণে

১৪ মার্চ স্মরণ দিবসে দলের শিবপুর সেন্টারে কার্ল মার্ক্সের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ

রাজ্য বাজেটে জনগণের কথা কোথায়!

এ বছরের রাজ্য বাজেট সম্পর্কে এসইউসিআই(সি) পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১১ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন, আগামী ২০২২-'২৩ আর্থিক বর্ষের যে বাজেট রাজ্য সরকার বিধানসভায় গত ১১ মার্চ পেশ করেছে তাকে মুখ্যমন্ত্রী যতই সাধারণ মানুষের বাজেট হিসাবে দাবি করুন না কেন, এই বাজেটের মাধ্যমে আসলে বাজার থেকে কোটি কোটি টাকা ঋণ করে ভোট কেনার ব্যবস্থাই করা হয়েছে। অতিমারিতে আর্থিক দুরবস্থার কারণ দেখিয়ে সরকার পরিবারপিছু যৎসামান্য টাকা দিতে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'-এর মতো প্রকল্পগুলিতে ৩৩,০০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। তার মধ্যে কেবল লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য বরাদ্দ প্রায় ১০,৭৬৭ কোটি টাকা। মাসিক যৎসামান্য আর্থিক দানে মানুষের কোনও সমস্যার সমাধান হয় না— কেবল ভোট-বাজারে শাসক দলের স্বার্থ রক্ষা হয়। এর পরিবর্তে বেকার যুবকদের নতুন চাকরির কোনও ব্যবস্থা সরকার করলে কাজের কাজ হত, কিন্তু তার কোনও ঘোষণা বাজেটে নেই। যদিও ১ কোটি ২০ লক্ষ কর্মসংস্থানের কথা বলা হয়েছে যা অর্থহীন বাগাড়ম্বর ছাড়া কিছু নয়। এই সরকারের গত ১১ বছরের কাজের দিকে তাকালেই

চারের পাতায় দেখুন

ইপিএফ-এ সুদ কমানোয় বিক্ষোভ

১৩ মার্চ কলকাতার ঠাকুরপুকুর বাজারে বিক্ষোভ দেখানো হয় ও ইপিএফ-এ সুদ কমানোর জনবিরোধী সিদ্ধান্তের প্রতিলিপি পোড়ানো হয়।

মানুষ চায় প্রতিবাদ হোক, আন্দোলন হোক
২২ মার্চ সেই প্রতিবাদেরই মিছিল

২২ মার্চের মিছিলে চলুন— রাজ্য জুড়ে প্রচার চলছে জোর কদমে। হাটে, বাজারে, স্টেশনে, অফিসে, দোকানে, রাস্তায় সর্বত্র। কর্মীরা প্রচারপত্র বিলি করছেন, দাবিগুলি তুলে ধরছেন, মিছিলে যোগ দেওয়ার আবেদন জানাচ্ছেন। দাবিগুলি শুনে থমকে দাঁড়াচ্ছেন মানুষ। এগিয়ে এসে দাবিপত্র সংগ্রহ করছেন। কর্মীদের আবেদনে আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন।

প্রচার চলছিল কলকাতা মেডিকেল কলেজের সামনে। রাজ্য সরকার কী ভাবে ২৮৩টি ওষুধ হাসপাতালগুলিতে বন্ধ করে দিয়েছে সে কথাই তুলে ধরছিলেন কর্মীরা। ভিড় করে দাঁড়ালেন রোগীর পরিবারের লোকজন। একজন ক্ষোভে ফুঁসে উঠে হাতের প্রেসক্রিপশন দেখিয়ে বললেন, দেখুন, সব ওষুধ বাইরে থেকে কিনতে হচ্ছে। ওষুধের দাম প্রতিদিন লাফিয়ে বাড়ছে। কী করে জোগাবো এই ওষুধ বলতে পারেন! কর্মীরা তাঁকে জানালেন, এর বিরুদ্ধেই তো আমাদের আন্দোলন। এর বিরুদ্ধেই ২২ মার্চের মিছিল। উত্তরে তিনি বললেন, আমি আছি আপনাদের সঙ্গে। হাসপাতালের

সাতের পাতায় দেখুন

বিক্ষোভ মিছিলের ১৯ দফা দাবি

১। অত্যাবশ্যক পণ্যের কালোবাজারি মজুতদারি ও মূল্যবৃদ্ধির বিরুদ্ধে অবিলম্বে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমাতে হবে।

২। সব শূন্য পদ এক বছরের মধ্যে পূরণ করতে হবে। সমস্ত কর্মক্ষম যুবকদের চাকরি দিতে হবে। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি নিয়ে প্রতারণা বন্ধ করতে হবে।

৩। 'দুয়ারে মদ' প্রকল্প বন্ধ করতে হবে। মদ গাঁজা চরস ড্রাগস সহ সমস্ত মাদকদ্রব্যের ব্যবসা কঠোরভাবে দমন করতে হবে। মদের প্রসার ঘটিয়ে ছাত্র ও যুবকদের নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেবার চক্রান্ত বন্ধ করতে হবে।

৪। হাসপাতালে ওষুধ ছাঁটাই করা চলবে না। হাসপাতাল থেকে গুরুতর অসুস্থ রোগী ফেরানো চলবে না। স্বাস্থ্যসাথীর নামে চিকিৎসাকে বিমানির্ভর করা চলবে না। সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে সকলের সব ধরনের চিকিৎসা ব্যবস্থা রাখতে হবে।

৫। কোনও অছিলায় রাজ্যে 'কেন্দ্রীয় শিক্ষানীতি ২০২০' চালু করা চলবে না। স্কুল শিক্ষাকে 'পিপিপি মডেল'-এর আওতায় এনে বেসরকারিকরণ করা চলবে না। শিক্ষার মানোন্নয়নে পাশ-ফেল প্রথা পূর্ণ রূপে চালু করতে হবে। শিক্ষার ধর্মীয়করণ, সাম্প্রদায়িকীকরণ ও ইতিহাসের বিকৃতি ঘটানো চলবে না। শিক্ষায় ফি বৃদ্ধি করা চলবে না।

৬। বন্ধ হয়ে যাওয়া সব কল কারখানা খুলতে হবে। বন্ধ চটকল ও চা বাগান খুলে শ্রমিকদের কাজে ফেরাতে হবে এবং সুস্থভাবে বেঁচে থাকার মজুরি দিতে হবে। ধনকুবেরদের ট্যাক্স ছাড় না দিয়ে অতিরিক্ত ট্যাক্স বসিয়ে বন্ধশিল্পের পুনরুজ্জীবন ঘটাতে হবে।

৭। ভিক্ষাতুল্য সামান্য অর্থ নয়, স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষক পদে নিয়োগ সহ সব নিয়োগে দুর্নীতি ও দলবাজি বন্ধ করতে হবে।

৮। সরকারি অর্থের ব্যাপক আত্মসাৎ ও অপচয় বন্ধ করে

আটের পাতায় দেখুন

সাংবাদিক সম্মেলন

গরিব-মধ্যবিত্ত মানুষের বাঁচার দাবিতে এসইউসিআই (সি) ২২ মার্চ কলকাতা ও শিলিগুড়িতে বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দিয়েছে। ২৮-২৯ মার্চ কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলির ডাকে সর্বভারতীয় সাধারণ ধর্মঘটকে সফল করার আহ্বান জানিয়েছে দল। ১৪ মার্চ কলকাতায় কেন্দ্রীয় অফিসে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, কলকাতায় কমপক্ষে ২৫ হাজার ও শিলিগুড়িতে ৫ হাজারেরও বেশি মানুষ এই মিছিলে অংশ নেবেন। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, সব স্তর থেকেই আমরা বিপুল সাড়া পাচ্ছি। সম্মেলনে অন্যান্য রাজ্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ইউক্রেন থেকে ছাত্রদের উদ্ধারে নয়
মন্ত্রীদের নজর শুধুই প্রচারে

শেষ হল কেন্দ্রীয় সরকারের 'অপারেশন গঙ্গা।' পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনও শেষ। এতদিন নির্বাচনী সভাগুলোয় নিজেদের ঢাক পেটাতে বিজেপি'র চুনোপুঁটি নেতা থেকে শুরু করে প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত সকলেই 'অপারেশন গঙ্গা'র সাফল্য এবং মাহাত্ম্যের প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন। নিজের ঢাক নিজে পেটানোয় কেন্দ্রীয় সরকারের তৎপরতা এবং দক্ষতা ইতিমধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত। কাজেই, যাদের লক্ষ করে এই অপারেশন, ইউক্রেনে আটকে পড়া সেই ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের বাস্তব অবস্থা কী ছিল, কতটা সরকারি আনুকূল্য বা সহায়তা পেয়ে তারা দেশে ফিরলেন, তাঁদের ভবিষ্যত সুরক্ষিত করতেই বা কেন্দ্রীয় সরকার কী পদক্ষেপ নিচ্ছে, এসব প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

'যুদ্ধকালীন তৎপরতা' বলে একটা কথা আছে। কেন্দ্রীয় সরকার চাইলে ইউক্রেনে বিপন্ন ছাত্রছাত্রীদের উদ্ধারের কাজে এর সার্থক প্রয়োগ ঘটাতে পারত। রাশিয়ার ইউক্রেন আক্রমণের আশঙ্কা অনেকদিন ধরেই পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। সামরিক অভিযান শুরুর আগেই কেন্দ্রীয় সরকার ভারতীয়দের দেশে ফেরানোর কাজ শুরু করতে পারত। তা হলে যুদ্ধবিধ্বস্ত বিদেশের মাটিতে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীকে দিনের পর দিন ভয়াবহ আতঙ্ক আর যন্ত্রণায় কাটাতে হত না। হয়তো এড়ানো যেত কর্ণাটকের ছাত্রটির মর্মান্তিক মৃত্যুও। কিন্তু সে সময় মোদিজি সহ বিজেপি'র নেতা-মন্ত্রীদের কাছে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল উত্তরপ্রদেশের ভোট। কুর্সিতে বসার তাগিদে সাধারণ পড়ুয়াদের নিরাপত্তার কথা ভাবার সময় পাননি তাঁরা। বরং পরবর্তীকালে এ নিয়ে প্রশ্ন উঠলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গয়াল বলেছেন, সরকার আগেই নির্দেশিকা দিয়ে চলে আসতে বলেছিল, পড়ুয়ারা কান দেননি। এমন নির্লজ্জ মন্তব্য বিজেপিকেই মানায়। সুদূর ইউক্রেনের মাটি থেকে কয়েক দিনের নোটিশে দেশে ফিরে আসা যেন হাতের মোয়া, তাও আবার যুদ্ধের সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে এমন একটা সঙ্কটের সময়ে। দেশে ফেরার দায়িত্ব যখন পড়ুয়াদেরই, তা হলে বিদেশের মাটিতে কোটি কোটি টাকা খরচ করে সরকারি দূতাবাস রাখার দরকার কী?

সংবাদপত্রে, সোস্যাল মিডিয়ায় ইউক্রেনে আটকে পড়া ভারতীয়দের অসহায় অবস্থার কথা জেনে উদ্বিগ্ন হয়েছেন সাধারণ মানুষ। লখনউয়ের ছাত্রী গরিমা মিশ্র বাঁচতে চেয়ে হাতজোড় করে কাতর আবেদন করছেন, এ দৃশ্য নাড়িয়ে দিয়েছে আমাদের। সকলেই চেয়েছেন, ওরা সুস্থভাবে দেশে ফিরুক। এরই মধ্যে খারকিভের রাস্তায় খাবার কিনতে বেরিয়ে বোমার আঘাতে মৃত্যু হয়েছে কর্ণাটকের ছাত্র নবীন শেখরাপ্পার। যেসব পরিবারের ছেলেমেয়েরা ইউক্রেনে ছিলেন, এই খবর স্বাভাবিকভাবেই তাদের আতঙ্ক এবং দুশ্চিন্তা বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ঠিক এরকম একটা সময় খারকিভের আর এক ভারতীয় ছাত্রী টুইট করে বলেন, 'গত ছ'দিনে ভারতীয় দূতাবাসের তরফে খারকিভের ছাত্রছাত্রীদের নিরাপত্তার জন্য কিচ্ছু করা হয়নি। এর মধ্যেই আজ একজন ভারতীয় ছাত্র নিহত হলেন। কাল হয়তো আরও ১০০ জন মারা যাবেন। তারপর ১০০০। ...বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর কি আমাদের ৮০০০ দেহ ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চান?' নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা দূরে থাক, এমনকী ভারতীয় দূতাবাস তাদের ফোনও ধরেনি বলে অভিযোগ জানান ওই ছাত্রী। একটি তরতাজা প্রাণের মর্মান্তিক মৃত্যু এবং অন্য পড়ুয়াদের এই বিপন্নতা পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয়, সরকার যতই লম্বা চওড়া প্রতিশ্রুতি দিক, বাস্তবে তারা নাগরিকদের প্রাণরক্ষার মতো একটি বিষয়ে পদক্ষেপ নিতে দেরি করেছে এবং স্বভাবতই তাদের আস্থা অর্জনেও ব্যর্থ হয়েছে।

এখানেই শেষ নয়। ইউক্রেন থেকে ফেরা ছাত্রছাত্রীরা দিল্লিতে নেমে যা বলেছেন, তা থেকে বোঝা যায়, আটকে পড়া ছাত্রদের উদ্ধারের চেয়ে কেন্দ্র অনেক বেশি ব্যস্ত ছিল এই উদ্ধারের কৃতিত্ব নেওয়া এবং 'অপারেশন গঙ্গা'-কে প্রধানমন্ত্রীর বিরাট সাফল্য বলে চালানোর কাজে। ওই ছাত্ররা বলেন, ইউক্রেনের মাটিতে সরকার বা দূতাবাসের কোনও সাহায্য তারা পাননি। তাদের বলা হয়েছিল ইউক্রেনের পশ্চিমে কোনও সীমান্তে পৌঁছে যেতে। প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে, প্রবল ঠাণ্ডায়, ট্রেনে বাসে বা মাইলের পর মাইল পায়ে হেঁটে তারা কোনও মতে সীমান্তে পৌঁছেছেন। সেখানেও ইউক্রেনের পুলিশ, সেনার হাতে তাদের মার খেতে হয়েছে। বহু স্টেশনে ভারতীয় বলে ট্রেনে উঠতে দেওয়া হয়নি। ভারতীয় দূতাবাসকে জানিয়েও সাহায্য মেলেনি। এতকিছু পেরিয়ে যখন তারা ইউক্রেনের প্রতিবেশী দেশগুলোয় পৌঁছেছেন, তখন তাদের বিমানে চাপিয়ে দেশে ফেরানোর কাজটুকু করেছে মোদী সরকার, যা ছাত্ররা নিজেরাই করতে পারতেন। যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দেশের নাগরিকদের সুরক্ষা দিয়ে পথ দেখিয়ে দেশে ফিরিয়ে আনাই যথার্থ উদ্ধারকাজ। সেটা করার ক্ষমতা নেই, তাই যুদ্ধ নেই এমন দেশগুলোয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা বলেছিলেন শুধুমাত্র 'অপারেশন গঙ্গা'র ঢাক পেটাতে। ইউক্রেন ফেরত পড়ুয়াদের গোলাপ ফুল দিতে গেলে পড়ুয়াদের এসব অভিযোগের মুখোমুখি কার্যত নীরব দর্শক হয়েই থাকতে বাধ্য হয়েছেন বিজেপির মন্ত্রীরা। এক ছাত্রী সপাটে বলেছেন, 'কেউ বিমানের ফ্রি টিকিট চায়নি। সবাই ইউক্রেনের মধ্যে সাহায্য চেয়েছিল। সেটাই মেলেনি।' বায়ুসেনার বিমানে মন্ত্রীদের সাথে 'মোদিজি কি জয়' স্লোগানেও গলা মেলাননি বেশিরভাগ ছাত্রছাত্রীরা। মিথ্যে বলার তোড়ে এমনকি অন্য দেশের প্রশাসনের কাছেও সমালোচিত হতে হয়েছে কেন্দ্রের মন্ত্রীকে।

রোমানিয়ার একটি শহরে গিয়ে বিমানমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া ছাত্রছাত্রীদের বোঝাতে গিয়েছিলেন, ভারত সরকারই তাদের জন্য সব করেছে। শহরের মেয়র তাঁকে বলেন, থাকার জায়গা খাবারের ব্যবস্থা তাঁরাই করেছেন। দিল্লির মন্ত্রী বরং তাদের কী ভাবে দেশে ফেরানো যায়, সেটা নিয়ে ভাবুন। ঘটনা যাই ঘটুক, তথ্য-অভিজ্ঞতা যাই বলুক, নির্লজ্জতার প্রতিযোগিতায় বিজেপির নেতা-মন্ত্রীদের হারায় সাধ্য কার! এতকিছুর পরেও কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী প্রাহ্লাদ যোশী ইউক্রেনে ডাক্তারি পড়তে যাওয়া ছাত্রছাত্রীদের কটাক্ষ করে বলতে পেরেছেন, 'যাঁরা বিদেশে পড়তে যান, তাঁদের নববই শতাংশ এদেশে ডাক্তারি করার যোগ্যতা নির্ণায়ক পরীক্ষায় ফেল করেন।' অর্থাৎ, ভারত থেকে যে এত ছাত্রছাত্রী বিদেশে ডাক্তারি পড়তে যাচ্ছেন, তার জন্য কংগ্রেস-বিজেপি সহ বিভিন্ন সময় কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন দলগুলোর ভ্রান্ত শিক্ষানীতির কোনও দায় নেই, যত দায় ছাত্রদের। তারা যেন নিজেদের অপরাধের শাস্তি ভোগ করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে স্বভাবতই এই অমানবিক মন্তব্যের কোনও প্রতিবাদ করা হয়নি।

'অপারেশন গঙ্গা' তো শেষ হল। কিন্তু এই ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ? সামনে কোনও নির্বাচন নেই, তাই এ নিয়ে সরকারের মাথাব্যথাও নেই।

কমরেড দীপ্তি সরকার স্মরণে সভা

১৯৬০-৭০-এর দিনগুলিতে যখন সমাজে মেয়েদের রাজনীতি করা ছিল এক কঠিন কাজ, সেই সময় কমরেড দীপ্তি সরকার সর্বহারার মহান নেতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে যে ভাবে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় কাজ শুরু করেন তা এলাকার বহু কর্মীকে প্রেরণা জুগিয়েছে। ৯ মার্চ জয়নগরের রূপ-অরূপ মঞ্চে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য এবং এআইএমএসএস-এর প্রাক্তন রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য প্রয়াত কমরেড দীপ্তি সরকারের স্মরণসভায় নেতৃবৃন্দের আলোচনায় উঠে এল এই কথাগুলি।

স্মরণসভায় সভাপতিত্ব করেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড তরুণ নস্কর। বক্তব্য রাখেন সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সুজাতা ব্যানার্জী ও রাজ্য কমিটির সদস্য কমরেড মাদার আলি নস্কর। দীর্ঘদিন অসুস্থ থাকার পর করোনা মহামারির মধ্যেই ২৫ ডিসেম্বর ৭৮ বছর বয়সে প্রয়াত হন কমরেড দীপ্তি সরকার।

তাঁর বিপ্লবী জীবনের স্মৃতিচারণ করে নেতৃবৃন্দ বলেন, '৬০-এর দশকের মাঝামাঝি তাঁর সেজদাদা কমরেড অসিত সরকারের প্রচেষ্টায় তৎকালীন কেন্দ্রীয় কমিটির পলিটবুরো সদস্য কমরেড শচীন ব্যানার্জীর সাহচর্যে তিনি দলের সঙ্গে যুক্ত হন। রক্ষণশীল সমাজ ব্যবস্থা এবং রক্ষণশীল পরিবারের সমস্ত বাধা, নিন্দা অগ্রাহ্য করে তিনি একনিষ্ঠভাবে দলের কাজ করেছেন। তিনি অনুভব করেছিলেন, ভারতের মাটিতে শোষণহীন সমাজ ও নারীমুক্তি অর্জন করতে গেলে একমাত্র হাতিয়ার এই দলের আদর্শ। এই চিন্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে দলের আদর্শকে নিজের জীবনে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন এবং নিজেকে সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে গড়ে তোলায় ব্রতী হন।

যৌথ পরিবারে মায়ের অসুস্থতার কারণে সংসারের সমস্ত কাজ তাঁকে করতে হত। এর মধ্যেও দলের কাজে তাঁর সময়ের অভাব হত না। দলের সিনিয়র নেতারা জেলায় গেলে বহু সময় তাঁদের বাড়িতেই উঠতেন। তাঁদের দেখাশোনা ও অন্যান্য বিষয়ে তিনি খেয়াল রাখতেন। কমবয়সী কমরেডদের প্রতি তাঁর ছিল গভীর আবেগ। বিশেষ করে যে কমরেডরা জেলা অফিসে থাকতেন তাঁদের সমস্যার প্রতি সর্বদা খেয়াল রাখতেন।

যে কোনও দায়িত্ব পালনে তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করতেন। সেই সময় দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলায় যাতায়াতের ব্যবস্থা ছিল খুবই অনুন্নত। পায়ে হেঁটে গ্রামে গ্রামে ঘুরে মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠন ও প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠন গড়ার জন্য চেষ্টা করেছেন। প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষিকা হিসেবে তাঁকে স্কুলের আশপাশের জনগণ অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। বহু মহিলাকে তিনি এআইএমএসএস সংগঠনে যুক্ত করেছিলেন। সংগঠন করার জন্য গ্রামে গ্রামে ঘুরতে গিয়ে বহুদিন তাঁকে অনাহারে থাকতে হয়েছে। তার ফলে তিনবার তিনি যক্ষ্মায় আক্রান্ত হন ও নানা রোগে ভোগেন। কিন্তু কোনও সমস্যাই তাঁর চলার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। বার্ধক্য এবং অসুস্থতাজনিত কারণে যখন কমরেডদের কাছে গিয়ে যোগাযোগ করতে পারতেন না, তাদের ফোন করে খবর নিতেন। তাঁর মৃত্যুতে পার্টি হারাল একজন একনিষ্ঠ সংগঠককে।

কমরেড দীপ্তি সরকার লাল সেলাম

হাওড়ায় শিক্ষা কনভেনশন

শিক্ষার প্রাণসত্তা ও স্বাধিকার হরণকারী জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ এবং তৃণমূল সরকার কর্তৃক স্কুলে পিপিপি মডেল বাতিলের দাবিতে ২৬ ফেব্রুয়ারি বেলুড়ে বালি-

বেলুড় আঞ্চলিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট অধ্যাপক ডঃ তাপস দেব। বক্তা ছিলেন সারা বাংলা সেভ এডুকেশন কমিটির হাওড়া জেলা সম্পাদক চণ্ডীচরণ মাইতি এবং অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটির কোষাধ্যক্ষ শিক্ষক বিশ্বজিৎ মিত্র। কনভেনশন থেকে বিজন আচার্যকে সম্পাদক এবং ডঃ তাপস দেব ও শরৎ চ্যাটার্জীকে সভাপতি ও সহ সভাপতি করে ২৯ জনের কমিটি গঠিত হয়।

হিজাব বিতর্ক

ছকে রাখা চিত্রনাট্য ব্যবহারের চেষ্টা হিন্দুত্ববাদীদের

কর্ণাটকের একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে হিজাব বিতর্ক সম্প্রতি সারা দেশে আলোড়ন তুলেছিল। ভোট ব্যাঙ্ক ভরানোর স্বার্থে সাম্প্রদায়িকতা উস্কে তুলতে বিজেপি কতদূর নামতে পারে, এই ঘটনায় তা আবার স্পষ্ট হল। পাশাপাশি এই বিতর্ক ভারত রাষ্ট্রটির ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্র, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মাচরণের অধিকার, ব্যক্তিস্বাধীনতা, সর্বোপরি সংখ্যালঘু সমাজের কন্যাদের পড়াশোনার প্রতি সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ইত্যাদি নিয়ে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলে দিয়ে গেল।

বিতর্কের সূচনা

ঘটনার শুরু জানুয়ারি মাসে। কর্ণাটকে উদুপির একটি প্রি-ইউনিভার্সিটি কলেজে ছয় ছাত্রীকে হিজাব পরে ক্লাসে ঢুকতে বাধা দেয় কর্তৃপক্ষ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ঢোকার মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা চলবে না— এই দাবিতে ওই ছাত্রীরা ধরনায় বসেন। অন্য কলেজেও প্রতিবাদ ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে উদুপি ও চিকমাগালুরে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি হিজাব পরে কলেজে আসা চলবে না বলে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। তারা গেরুয়া উত্তরীয় ও পাগড়ি পরে পাল্টা ঢুকে পড়ার চেষ্টা করে কলেজে। একটি কলেজে দু'পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষও হয়। সংবাদে প্রকাশ, গেরুয়া হামলার এই ঘটনা ছিল পূর্বপরিকল্পিত। এমনকি রাজ্যের বিজেপি সরকারের এক মন্ত্রীপুত্রকে উত্তরীয় ও পাগড়ি জোগান দিতেও দেখা গেছে। কর্ণাটকের বিজেপি সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, হিজাব ধর্মীয় পোশাক হওয়ায় তা সমতা, অখণ্ডতা ও আইনশৃঙ্খলা ব্যাহত করে। ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হিজাব পরা যাবে না। অন্যদিকে হিজাব পরা তাদের অধিকার— এই দাবি জানিয়ে মুসলিম ছাত্রীরা হাইকোর্টে মামলা করে। সেই মামলা এখনও চলছে।

ধর্মনিরপেক্ষতার ভিন্ন ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে ভারত রাষ্ট্র

হিজাব পরা ভাল কি মন্দ, তা নারীস্বাধীনতার অন্তরায় কি না ইত্যাদি বিষয়গুলি দূরে সরিয়ে রেখে প্রথমেই যে প্রশ্নটি মনে আসে, তা হল— হঠাৎ হিজাবে নিষেধাজ্ঞা কেন? এ কথা ঠিকই যে সংবিধান অনুযায়ী ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। সঙ্গে সঙ্গে কেউ বলতে পারেন, ধর্মীয় চিহ্নবাহী পোশাকও তাই সেখানে চলবে না। এমন একটি দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় আচরণ কোনও ভাবেই আসা উচিত নয়। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষতার এই রীতি সবক্ষেত্রে কতখানি মেনে চলা হয় এ দেশে?

প্রকৃত অর্থে ধর্মনিরপেক্ষতা বলতে সমস্ত রকম অপার্থিব বিষয়ের অস্বীকৃতিকে বোঝায়। আঠারো শতকে যে সমস্ত মূল্যবোধ বুর্জোয়া বিপ্লবকে প্রভাবিত করেছিল, ধর্মনিরপেক্ষতা ছিল তার অন্যতম। সামন্ততন্ত্রকে উৎখাত করে ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, ধর্মনিরপেক্ষতার চিন্তাকে ভিত্তি করে সেই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিসরের সমস্ত ক্ষেত্রকে ধর্মের স্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে রাখা হয়েছিল। কেবল ব্যক্তিগত ভাবে পালনীয় আচরণ হিসাবে গণ্ডি টেনে দেওয়া হয়েছিল ধর্মের চারধারে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের ঔপনিবেশিক শাসনের হাত থেকে ভারতীয় পুঁজিপতি শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী কংগ্রেসের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মধ্য দিয়ে এ দেশে কায়েম হয়েছিল পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। গোটা বিশ্বে পুঁজিবাদ তখন তার বিকাশের যুগ পার করে ফেলেছে। বুর্জোয়া শাসক শ্রেণি শোষণের জন্য, শোষিত মানুষকে বিভ্রান্ত ও বিভাজিত করার জন্য ধর্ম, কুসংস্কার ও গোঁড়ামিকে হাতিয়ার করেছে। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতার লড়াইয়ে আপসহীন সংগ্রামী ধারার উজ্জ্বল উপস্থিতি সত্ত্বেও মূল ধারাটি ছিল আপসমুখী। কংগ্রেসের গান্ধীবাদী নেতৃত্ব জাতপাত, সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলনের কর্মসূচিকে স্বাধীনতা আন্দোলনের কর্মসূচিতে যুক্ত করেননি। ফলে সমাজ জীবনে জাতপাতের ভেদাভেদ, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি থেকেই গেছে। তাই সংবিধানে যাই লেখা থাক, এ দেশের শাসকরা ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণাকে কার্যত সমস্ত ধর্মকে উৎসাহ প্রদান হিসাবেই দেখেছে। ফলে এদেশের সামাজিক পরিসরে ধর্মীয় আচরণ পালন বা ধর্মীয় পোশাক পরিধান খুবই সাধারণ বিষয়। সরকারি মন্ত্রী ও আমলাদের অহরহ নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দেখা যায়। এমনকি ইসরোর মতো সরকারি বিজ্ঞান সংস্থাতেও মহাকাশে রকেট উৎক্ষেপণের আগে নারকেল ভেঙে হিন্দু মতে পূজার্চনার ব্যবস্থা করেন কর্তৃপক্ষ। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীকে ধর্মনিরপেক্ষতার প্রাথমিক শর্ত বিসর্জন দিয়ে প্রবল আড়ম্বরে অযোধ্যায় নব রূপে সজ্জিত রামমন্দির উদ্বোধন করতে দেখা গেল। এই সেদিন বেনারসে গঙ্গাজলে দাঁড়িয়ে স্তোত্র আউড়ে হিন্দু দেবতার আরাধনাও করলেন তিনি। আর একজন তো গেরুয়া পরেই মুখ্যমন্ত্রীত্ব চালিয়ে যাচ্ছেন।

পিছনে ছিল ভোটের স্বার্থ

এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ কলেজে হিজাব নিষিদ্ধের ডাক কেন? বিবাহিতা হিন্দু ছাত্রী-অধ্যাপিকারা তো সিঁদুর সহ বিবাহের সমস্ত রকম ধর্মীয় চিহ্ন শরীরে বহন করেই বিনা বাধায় চিরকাল ক্লাস করে আসছেন! কোথাওই তো তাতে আপত্তি জানানো হয় না! শিখ ধর্মাবলম্বীরা পাগড়ি পরে, খ্রিস্টানরা ক্রস ধারণ করে সামাজিক পরিসরে অবাধে বিচরণ করে থাকেন। যাঁরা হিজাব পরার বিরোধিতা করছেন, তাঁরা যদি সমস্ত ধর্মীয় চিহ্নের বিরোধিতা করতেন এবং একটা নীতিগত অবস্থান নিতেন, তা হলেও না হয় ব্যাপারটা যুক্তিগ্রাহ্য হত। তা তাঁরা করেননি।

জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে আপসমুখী নেতৃত্বের দুর্বলতার কারণে ভারতের জাতীয়তাবাদ মূলত হিন্দু ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদ হিসাবেই দাঁড়িয়ে গেছে। স্বাধীনতার পর সবচেয়ে বেশি সময় ধরে কেন্দ্রে শাসনক্ষমতায় থেকেছে যে কংগ্রেস, ভোটের স্বার্থে, মুখে ধর্মনিরপেক্ষতার বুলি আওড়াতে আওড়াতেই তারা চিরকাল নরম হিন্দুত্বের চর্চা করে চলেছে। আর এখন সরকারে আছে যে বিজেপি, তা তো পরিচালিতই হয় হিন্দু সাম্প্রদায়িক আরএসএস-এর মতাদর্শে। ফলে আজ দেশে ধর্মীয় সংখ্যালঘু, বিশেষ করে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা যথেষ্ট চাপের মুখে দাঁড়িয়ে। কে কী খাবেন, কী পরবেন, তার নিদান হাঁকছেন শাসক বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা। নির্বাচনের আগে এলাকায় এলাকায় দাঙ্গা বাধানো, গোমাংসের ধুয়ো তুলে সংখ্যালঘু মানুষকে পিটিয়ে হত্যা— এসব এখন সাধারণ ঘটনা। হয় কথায় নয় কথায় অন্য ধর্মের মানুষকে পাকিস্তানে পাঠিয়ে দেওয়ার হুমকি দিয়ে চলেছেন বিজেপি-আরএসএসের নেতারা। দিনে দিনে বাড়ছে সংখ্যালঘুদের প্রতি প্রকাশ্যে বিরূপতা প্রকাশ, নিগ্রহ, লুটপাট, সম্পত্তি ভাঙচুরের মতো নানা নিপীড়ন। আর হিন্দুভোট একজোট করার লক্ষ্যে এসবে প্রত্যক্ষে-পরোক্ষে মদত দিয়ে চলেছে শাসক দলের বড়কর্তারা। সংখ্যালঘু নিপীড়নের যে সব ঘটনায় দেশ জুড়ে ক্ষোভে ফেটে পড়ছে মানুষ, এমনকি সে-সব ঘটনা নিয়েও কোনও নিন্দাসূচক বাক্য শুনতে পাওয়া যাচ্ছে না প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর সহচরদের মুখ থেকে। ফলে বুঝতে অসুবিধা হয় না, উত্তরপ্রদেশের বিধানসভা ভোটে মেরুকরণ করে ফায়দা লোটার উদ্দেশ্যেই হিজাব বিতর্ক উস্কে তুলেছিল হিন্দুত্ববাদীরা। তাদের ছক অনুসরণ করেই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে হিজাব বিতর্ক নিয়ে উত্তরপ্রদেশে ভোটের ময়দানে ঝাঁপ দিয়েছিলেন সংখ্যালঘু মৌলবাদী সংগঠন 'মিম'-এর নেতা আসাদুদ্দিন ওয়েইসি। হিজাবের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন তিনি। তাঁর বক্তব্যের বিরুদ্ধে প্রচার তুলে হিন্দু ভোট গুছিয়ে নিয়েছে বিজেপি। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, অনেক আগে থেকেই ছকে রাখা ছিল হিজাব-কাণ্ডের চিত্রনাট্য। কর্ণাটকের মুসলিম মেয়েদের সেই ছকেই ফাঁসিয়ে দেওয়া হয়েছে।

নারীমুক্তির লড়াই লড়তে হবে নারীদেরই

কর্ণাটকের এই ঘটনা নিয়ে অন্য একটি দিক থেকেও একদল মানুষ হিজাবের বিরোধিতা

ছয়ের পাতায় দেখুন

হিজাব বিতর্কে কর্ণাটকের স্কুল কলেজে বিপন্ন পড়াশোনা

ভোট রাজনীতির খেলায় কর্ণাটকের স্কুল-কলেজে পড়াশোনা চলে গিয়েছে পিছনে, সামনে এসেছে পোশাক বিতর্ক। ভোট মিটে গেছে। ধর্মীয় মেরুকরণের পালে ভর করে বিজেপি উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ডে আসন সংখ্যা খুইয়েও ক্ষমতা ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছে। কিন্তু ধর্মীয় মেরুকরণের হাওয়া তুলতে ভোটের এক মাস আগে থেকে যে সাম্প্রদায়িক তৎপরতা দেশের নানা প্রান্তে তারা চালিয়েছে, তার ক্ষত নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় বেড়েই চলেছে। সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে পড়াশোনা। বিপন্ন হচ্ছে ছাত্র ঐক্য। সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বিষ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের গণতান্ত্রিক পরিবেশকে ধ্বংস করছে, বিপন্ন হচ্ছে ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ।

অল ইন্ডিয়া ডি এস ও এই অবস্থায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। শিক্ষার পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আহ্বান নিয়ে আদর্শগত প্রচারে নেমেছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ধর্মকে পৃথক রাখো, ধর্মের স্থান হোক ব্যক্তির ব্যক্তিগত পরিসরে—এই আহ্বান নিয়ে তারা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করছে। নেতাজি, ভগৎ সিং, বিদ্যাসাগর, কুভেম্পু প্রমুখ মনীষীদের সম্প্রীতির বাণী দেওয়ালে দেওয়ালে লিখছে। রাজ্যের ২০টি জেলায় সম্প্রীতির এই আন্দোলন মানুষের নজর কাড়ছে। ছাত্রদের ছোট বড় সভা করে সেখানে আলোচনা করা হচ্ছে সাম্প্রদায়িক সমস্যা ও তার সমাধান প্রসঙ্গে ভগৎ সিংয়ের বক্তব্য। সম্প্রীতি সঙ্গীতের ভিডিও, নাটক, মূকাভিনয় ইত্যাদির মধ্য দিয়ে ছাত্রদের মধ্যে নতুন বার্তা তুলে ধরছে তারা। ধর্মমুক্ত শিক্ষা চাই, বিজ্ঞানভিত্তিক শিক্ষা চাই, শিক্ষাকে সর্বজনীন করতে ফি কমাও স্লোগান ছাত্রছাত্রীদের দাঁড় করাচ্ছে আন্দোলনের সংগ্রামী ঐক্যে। হিন্দু নয়, মুসলিম নয় আমাদের পরিচয় ছাত্র, এই অনুভব দানা বাঁধছে।

‘ফ্যাসিবাদ নয়, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ নয়’

ইউক্রেন যুদ্ধের বিরোধিতায় রুশ কমিউনিস্টরা

রাশিয়ান কমিউনিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি (আরসিডব্লুপি) মনে করে ইউক্রেনে রাশিয়ার ভূমিকা আগ্রাসন ছাড়া কিছু নয়। তাঁরা স্পষ্ট বলেছে ভ্লাদিমির পুতিনের সরকারের আসল লক্ষ্য হল “বিশ্ববাজারের প্রতিযোগিতায় সাম্রাজ্যবাদী রাশিয়ার অবস্থানকে শক্তিশালী করা। রুশ সরকার বা মার্কিন ও ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ) নেতাদের শ্রমজীবী মানুষের জন্য কোনও মাথাব্যথা নেই। এই যুদ্ধ যে আসলে রাশিয়ান রাষ্ট্রের সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসন, তা নিয়ে আমাদের কোনও সন্দেহ নেই”। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘পার্টি মনে করে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইইউ এবং রাশিয়ার মধ্যে আন্তঃ-সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বই এই সংঘাতের উৎস’। ‘রাশিয়ার তুলনায় বেশি শক্তিশালী মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে দুর্বল করতে এবং ইউরোপীয় বাজারে তার প্রভাব বিস্তার করতেই এই যুদ্ধে মদত দিচ্ছে।’

রাশিয়ান কমিউনিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি মনে করে, কিয়েভের শাসকদের হাত থেকে ডনবাস এলাকার জনগণের সুরক্ষা পাওয়ার অধিকার ন্যায্য। কিন্তু ‘সোভিয়েত-বিরোধী’ পুতিন ডনবাস-এর পাশে দাঁড়ানোকে অজুহাত হিসাবে ব্যবহার করে চরম রক্তলোলুপ হিংস্র যুদ্ধ চাইছে। ‘রাশিয়ান সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে ইউক্রেনের অন্যান্য অঞ্চলও সম্পূর্ণভাবে দখল ও লুঠের পরিকল্পনা’ করছে। সে জন্যই ‘আমরা এই যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী দখলদারির যুদ্ধ হিসেবে গণ্য করছি এবং সাম্রাজ্যবাদীদের কাউকেই আমরা সমর্থন করতে পারছি না’। আরসিডব্লুপি মনে করে, ‘এর ফলে প্রভুরা নয়, উভয় পক্ষের শ্রমিকরাই মারা যাবে। শ্রেণি-বন্ধুদের জন্য প্রাণ দেওয়া গর্বের, কিন্তু মালিকদের স্বার্থের জন্য প্রাণ দেওয়া ও হত্যা করা মেনে নেওয়া যায় না, তা বোকামি এবং অপরাধ। আরসিডব্লুপি, যাকে রাশিয়ার নির্বাচন থেকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে, ডনবাসে তথাকথিত ‘জনগণের প্রজাতন্ত্র’-এর স্বীকৃতিকে স্বাগত জানায়। আগের বছরগুলিতে আমাদের দল এই অবস্থানের পক্ষে ছিল’।

বিবৃতির শেষে ফ্যাসিবাদের পুনরুত্থানের বিরুদ্ধে তার অবস্থানকে আবার দৃঢ় ভাবে তুলে ধরে আরসিডব্লুপি জানিয়েছে, শুধুমাত্র সমাজতন্ত্রের পথই যুদ্ধের অবসান ঘটাতে পারে—“সব দেশের বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে শ্রমজীবী জনগণের সাধারণ সংগ্রাম এই শ্রেণির দলগুলোর প্রধান কৌশলগত লাইন হওয়া প্রয়োজন বলে আমরা মনে করি”।

পিএফ-এ সুদ কমানোর বিরুদ্ধে অছি পরিষদে সরব এআইইউটিইউসি

পিএফ-এর অছি পরিষদে এআইটিইউইউসি-র সদস্য কমরেড দিলীপ ভট্টাচার্য এক বিবৃতিতে বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের পিএফ-এর সুদ কমানোর প্রস্তাবের আমরা তীব্র বিরোধিতা করেছি। কয়েক বছর ধরে আলোচিত নূন্যতম পেনশন কমপক্ষে তিন হাজার করার সিদ্ধান্ত এবারের দুই দিনের সভায় না করার ফলে কম টাকা পেনশন পাওয়া শ্রমজীবী মানুষ বঞ্চিত হলেন। তিনি দাবি করেন, পিএফ-এর সুদের হার কোনও অজুহাতে কমানো চলবে না এবং ন্যূনতম পেনশন কমপক্ষে তিনি হাজার টাকা করতে হবে।

এই দাবিতে সরকার ট্রেড ইউনিয়নের যুক্ত কর্মসূচি অবিলম্বে নেওয়ার জন্য তিনি আহ্বান জানান।

দ্রুত সংগ্রহ করুন

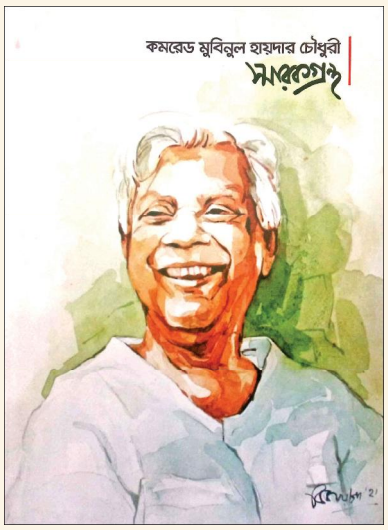

মূল্য ঃ তিনশো টাকা
প্রাপ্তিস্থান ঃ ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩
যোগাযোগ ঃ ৮৯০২৩৮৭৬৯২

রাজ্য বাজেট জনস্বার্থবিরোধী

একের পাতার পর

যে কেউ তা বুঝবেন। এমনকী সরকারি দপ্তরে বহু শূন্য পদে নিয়োগও বন্ধ হয়ে আছে।

দেখা যাচ্ছে, সরকার বাজার থেকে প্রায় ৭৩,২৮৬ কোটি টাকা ঋণ করবে। অথচ ঘাটতি দেখানো হয়েছে মাত্র ২ কোটি টাকার। এ কি নিছক বুজরুকি নয়? রাজ্য সরকারের মোট ঋণের পরিমাণ এখন দাঁড়িয়েছে ৫,৮৬,৪৩৮ কোটি টাকা, যার বড় অংশই এই সরকারের দান। অর্থাৎ ১০ কোটি জনসংখ্যার এই রাজ্যে যে শিশুটি জন্মাচ্ছে তার মাথায়ও অর্ধ লক্ষের বেশি টাকা ঋণের বোঝা থাকছে। আগামী বছর সুদে আসলে ৬৯,৫১১ কোটি টাকা ঋণ শোধ করার জন্য রাজকোষ থেকে দিতে হবে। বাজেট বক্তৃতায় অর্থ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রীর দাবি, ৩.৭৬ গুণ রাজস্ব বৃদ্ধি হয়েছে। অথচ সরকারেরই সংশোধিত হিসাব দেখাচ্ছে, গত আর্থিক বছরে রাজস্ব ঘাটতির পরিমাণ প্রায় ৩৩,০০০ কোটি টাকা। আর্থিক পরিসংখ্যানের এই ছলনা দিয়ে তাঁরা মানুষকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছেন।

যে কথা তাঁরা চেপে যাওয়ার চেষ্টা করলেন, বাজেট বক্তৃতায় উল্লেখও করলেন না, তা হল রাজস্ব বৃদ্ধি যা হয়েছে তার সিংহভাগ এসেছে আবগারি দপ্তর থেকে অর্থাৎ মদ বিক্রি বহুগুণ বাড়িয়ে। আর এখন তো ‘দুয়ারে মদ’ প্রকল্প তাঁরা করতে চলেছেন—তাতে সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষতি যাই হোক না কেন, মহিলাদের জীবন যত দুর্বিষহ হোক না কেন, সরকারের রাজস্ব বৃদ্ধি হলেই তাঁরা খুশি!

সব থেকে বিস্মিত করেছে স্বাস্থ্য বাজেট। আপনারা জানেন, ‘স্বাস্থ্যসাথী’ হল এক্ষেত্রে সরকারের বহু ঘোষিত বাগাড়ম্বরপূর্ণ প্রকল্প। দীর্ঘ আন্দোলনের ফলে গরিব মানুষ সরকারি হাসপাতালে বিনা পয়সায় চিকিৎসার অধিকার অর্জন করেছিল। এই ‘স্বাস্থ্যসাথী’-র মাধ্যমে গোটা চিকিৎসা ব্যবস্থাই বিমা সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এটা যেমন একটা দিক, অন্যদিকে এক্ষেত্রে বরাদ্দ কি বৃদ্ধি পেল? ২০২১ সালের জুলাইয়ে যে প্রকল্প চালু হয়েছিল এবং ২০২১-’২২ আর্থিক বর্ষে ন’মাসের জন্য মোট বরাদ্দ ছিল ১৯৭০ কোটি টাকা এবং আগামী বছরে তার পরিমাণ ২৫০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ মাসিক গড়ে গত বছর ছিল ২১৮ কোটি টাকা, তা কমে আগামী বছর দাঁড়াবে ২০৮ কোটি টাকা। অথচ ‘স্বাস্থ্যসাথী’ প্রকল্পে ‘দুয়ারে সরকার’-এর মাধ্যমে কয়েক কোটি মানুষ যোগ দিয়েছেন। আবার, এই প্রকল্পের আওতায় থাকা হাসপাতালে বিল বকেয়া থাকছে, তাই নানা অছিলায় হাসপাতাল রোগী ভর্তি করতে চাইছে না। গরিব পরিবারগুলিকে মুমূর্ষু রোগী নিয়ে নাজেহাল হতে হচ্ছে— এ খবর সংবাদমাধ্যমে প্রায় রোজই আসছে। অন্যদিকে সরকারি হাসপাতালে ২৮৩টি ওষুধ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে এই স্বাস্থ্য বাজেট রাজ্যের সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবাকে কোন জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে তা পরিষ্কার।

আশা, অঙ্গনওয়াড়ি, মিড-ডে মিল কর্মী, পৌরস্বাস্থ্য কর্মী প্রভৃতি স্কিম ওয়ার্কার ও মোটরভ্যান, নির্মাণকর্মী প্রভৃতি অসংগঠিত শ্রমিকরা যাঁরা দফায় দফায় হাজারে হাজারে দাবি সনদ নিয়ে কলকাতার রাস্তা ভরিয়ে দিয়েছিলেন তাঁদের জন্য কোনও পরিকল্পনা এই বাজেটে লক্ষিত হয়নি। সুন্দরবনের যে লক্ষ লক্ষ মানুষ ত্রাণ চাই না, চাই স্থায়ী বাঁধ— এই দাবিতে ভাঙা বাঁধের উপর বারবার ধরনা দিলেন, তাঁদের কথাও অর্থমন্ত্রী উচ্চারণ করলেন না। ডেউচা-পাঁচামিতে খনি তৈরি করতে গিয়ে আদিবাসীদের কোনও ভাবেই যে উচ্ছেদ করা হবে না— এমন প্রতিশ্রুতির ব্যাপারেও বাজেট নিশ্চুপ রইল। বন্ধ চা-বাগান খোলার ব্যাপারেও বাজেট মৌন। অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক সমেত সরকারি কর্মচারীদের পেনশন বন্ধ হয়ে যাচ্ছে কেন, তার উত্তরও বাজেটে পাওয়া গেল না। পিপিপি মডেলে স্কুল চালানো যে তাদের অ্যাজেন্ডা নয় তার উল্লেখও বাজেট করেনি। তাই সার্বিকভাবে এই বাজেট জনস্বার্থ বিরোধী।

এআইডিএসও-র উদ্যোগে

সাংস্কৃতিক কর্মশালা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ মার্চ এক সাংস্কৃতিক কর্মশালার আয়োজন করলো এআইডিএসও পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি। কর্মশালায় গান, নাটক, মূকাভিনয় ও আবৃত্তির অনুশীলন হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক সাব কমিটির অন্যতম আহ্বায়ক কমরেড সোমনাথ বেহেরা। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড মণিশঙ্কর পট্টনায়ক।

এছাড়াও প্রশিক্ষক ও পরিচালক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রোগ্রেসিভ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়ার পশ্চিমবঙ্গ শাখার অন্যতম সংগঠক সঙ্গীতশিল্পী প্রদ্যুত চৌধুরী, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও বাচিক শিল্পী শৈলেন চক্রবর্তী, বিশিষ্ট মূকাভিনয় শিল্পী ধীরাজ হাওলাদার সহ সংগঠনের রাজ্য সাংস্কৃতিক শাখার নেতৃবৃন্দ।

বিভিন্ন জেলা থেকে আগত সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর সদস্যরা তাদের মৌলিক উপস্থাপনাগুলি পরিবেশন করেন। সেই বিষয়ের উপর বিশিষ্টজনেরা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তাঁদের মুল্যায়ন রাখেন এবং কীভাবে সেগুলিকে আরও ক্ষুরধার করা যায় তা বিশ্লেষণ করে দেখান। একই সাথে তুলে ধরেন ভারতবর্ষের সার্বিক মুক্তি আন্দোলনের সাথে নিজেদের সৃষ্টিকে সম্যঞ্জস্যপূর্ণ করে গড়ে তুলতে কোন কোন বিষয়ে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন এবং আশু করণীয় কী।

ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ ও যুদ্ধবিরোধী এক সাংস্কৃতিক প্রতিবাদী উদ্যোগে ছাত্রছাত্রীরা সম্মিলিতভাবে গান-আবৃত্তি-নাটক এবং মূকাভিনয় পরিবেশন করেন যা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী অধ্যাপক সহ সকলের কাছেই ব্যাপকভাবে প্রশংসিত হয়েছে।

মধ্যপ্রদেশে ছাত্র সম্মেলনে বিপুল সাড়া

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ বাতিলের দাবিতে এবং শিক্ষার সর্বস্তরে ফি-বৃদ্ধি, শিক্ষার বেসরকারিকরণ, ব্যবসায়ীকরণ ও সাম্প্রদায়িকীকরণের প্রতিবাদে মধ্যপ্রদেশ এ আই ডি এস ও-র দ্বিতীয় রাজ্য সম্মেলন হল ৭ মার্চ। সম্মেলন স্থলটি শিক্ষা বিষয়ক মনীষীদের উদ্ধৃতি প্রদর্শনীতে সজ্জিত ছিল। সম্মেলন হল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস ও সম্মেলন মঞ্চ শহিদ চন্দ্রশেখর আজাদের নামাঙ্কিত করা হয়। বৈজ্ঞানিক ধর্মনিরপেক্ষ ও সর্বজনীন শিক্ষা নীতির দাবিতে ছাত্র সম্মেলন করার জন্য সেভ এডুকেশন কমিটি রাজ্য কো-অর্ডিনেটর ডাঃ রামঅবতার শর্মা ছাত্রদের ধন্যবাদ জানান। সম্মেলনে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) -এর রাজ্য সম্পাদক কমরেড প্রতাপ সামলের শুভেচ্ছাবার্তা পাঠ করা হয়।

সম্মেলনে এনএমসি বিল বাতিলের দাবিতে প্রস্তাব গৃহীত হয়। রাজ্য জুড়ে এআইডিএসও-র নেতৃত্বে পরিচালিত সামাজিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে ব্যাপক রূপ দিতে এবং ধর্মনিরপেক্ষ, বৈজ্ঞানিক ও গণতান্ত্রিক শিক্ষার দাবিতে দীর্ঘস্থায়ী ছাত্র আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে কমরেড অজিত সিং পাওয়ারকে সভাপতি, কমরেড স্মৃতি শিওহরকে রাজ্য সম্পাদক করে ৫১ জনের রাজ্য কমিটি গঠিত হয়।

ধস মেরামতের দাবিতে কোলাঘাটে বিক্ষোভ

পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট স্টেশন সংলগ্ন পি এন বি অফিসের কাছে সম্প্রতি প্রায় দেড়শো ফুট অংশে হঠাৎ বিরাট ধস নামে। তার কয়েকদিন আগে ওই স্থানে নদীবাঁধের অংশে সামান্য ফাটল দেখা দিয়েছিল। কিন্তু তারপর প্রায় মাসাধিককাল অতিক্রান্ত হলেও এখনও পর্যন্ত এই ফাটল মেরামত করা হয়নি। ফলে তমলুক-শহিদ মাতঙ্গিনী-কোলাঘাট ব্লকের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষজন যাতায়াতে চরম সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। এমতাবস্থায় 'কোলাঘাট রূপনারায়ণ নদীবাঁধ রক্ষা কমিটি'র পক্ষ থেকে আজ ধসে যাওয়া অংশ দ্রুত মেরামত সহ রূপনারায়ণের হাওড়া জেলা লাগোয়া বিশাল চর অপসারণের দাবিতে কোলাঘাট ব্লকের বিডিও তাপস হাজরাকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন কমিটির পক্ষে জয়মোহন পাল, তপন কুমার মণ্ডল, শঙ্কর মালাকার প্রমুখ। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বন্যা-ভাঙ্গন প্রতিরোধ কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক।

পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বন্যা-ভাঙ্গন প্রতিরোধ কমিটির পক্ষ থেকে অবিলম্বে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় ওই অংশে মেরামত সহ চর অপসারণে মাস্টার প্ল্যান কার্যকর করার দাবিতে সেচমন্ত্রীকে ই-মেলে স্মারকলিপি পাঠানো হয়। কমিটির নেতৃবৃন্দ বলেন, বেশ কয়েক বছর ধরেই রূপনারায়ণের হাওড়া জেলার দিকে বিশাল পরিমাণ চর সৃষ্টি হওয়ায় নদীর মূল স্রোত কোলাঘাট শহর সংলগ্ন অংশ দিয়ে বইছে। অবিলম্বে ওই ধস মেরামতের পাশাপাশি হাওড়া জেলা লাগোয়া অংশে চর অপসারণ করা না হলে যে কোনও সময় কোলাঘাট শহর বিপন্ন হবে।

হিঙ্গলগঞ্জে কৃষক সম্মেলন

সুন্দরবনের নদীবাঁধ সংস্কার, বাদাবন তৈরি করা, নদীর নাব্যতা বৃদ্ধি করা, ম্যানগ্রোভ লাগানো, দ্বীপ এলাকার মানুষদের জীবন-জীবিকার উৎস গড়ে তোলা, নোনা জলে ডুবে যাওয়া মাটি বিকল্প চাষের উপযোগী করে গড়ে তোলা, কৃষিজাত পণ্যের উপযুক্ত দাম দেওয়া, সার-কীটনাশকের দাম কমানো সহ কৃষক জীবনের নানা দাবিতে উত্তর ২৪ পরগণার হিঙ্গলগঞ্জ ব্লকে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিধ্বস্ত কৃষকরা ৭ মার্চ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে অল ইন্ডিয়া কিসান খেতমজদুর সংগঠনের ব্লক কমিটি গঠন করে।

বিজেপি-আপের জারি করা এসমা উপেক্ষা করে

আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা

কর্মচারী হিসেবে স্বীকৃতি, সাম্মানিক ভাতা বৃদ্ধি সহ তাঁদের পেশাগত জীবনের নানা দাবিতে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা দিল্লিতে ধর্মঘট এবং মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে লাগাতার ধর্নায় সামিল হয়েছিলেন। ধর্মঘট ভাঙতে মুখ্যমন্ত্রীর সহায়তায় দিল্লির লেফটেন্যান্ট গভর্নর এসেন্সিয়াল মেনটেন্যান্স অ্যাক্ট (এসমা) জারি করেছেন। একটা দেশে বড়সড় বিপর্যয় ঘটে গেলে কিংবা অতিপ্রয়োজনীয় কাজকর্ম দীর্ঘকালের জন্য বন্ধ হয়ে গেলে এসমার মতো দমনমূলক আইন জারি করে কেন্দ্রীয় সরকার। অঙ্গনওয়াড়ি আন্দোলনে কী এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে?

১৯৭৫ সালে কেন্দ্রীয় সরকার গড়ে তুলেছিল ইন্ট্রিগ্রেটেড চাইল্ড ডেভলপমেন্ট সার্ভিসেস প্রোগ্রাম (আইসিডিএস বা অঙ্গ নওয়াড়ি প্রকল্প)। এই প্রকল্প চালু হয়েছিল গ্রামীণ শিশুদের ক্ষুধা ও অপুষ্টি দূরীকরণের উদ্দেশ্যে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের নানা প্রান্তের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা মহিলা ও শিশুদের বিকাশে হাড়ভাঙা পরিশ্রম করেন। অথচ এঁদের নেই সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি। নেই বাঁচার মতো সাম্মানিক ভাতা এবং অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা। এঁরাই সমাজের সবচেয়ে বেশি নিষ্পেষিত, অবহেলিত অংশের মানুষ। প্রকল্প চালুর ৪৭ বছর অতিক্রান্ত, কিন্তু কোনও সরকারই সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি দেয়নি এঁদের। বর্তমান বিজেপি সরকার তো বটেই, সরকারি কর্মচারী হিসেবে স্বীকৃতি দিতে রাজি হয়নি পূর্বতন কংগ্রেস সরকার, সিপিএম এবং তৃণমূল কংগ্রেস সহ নানা আঞ্চলিক দলও। আন্দোলনরত কর্মীদের দাবি, সরকারের উচিত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের অবিলম্বে সরকারি কর্মচারীর স্বীকৃতি দেওয়া এবং এসমা তুলে নেওয়া। শিশুপুষ্টিতে বরাদ্দ কমানোর হোতা বিজেপি সরকার স্বাভাবিকভাবেই এই প্রকল্পকে ব্রাত্য করে রেখেছে। ভোট রাজনীতির খেলোয়াড় ক্ষমতালোভী দলগুলির নেতা-মন্ত্রীরা তাই শিশু ও মায়েদের দুঃখে চোখের কোণ মুছলেও অঙ্গ নওয়াড়ি কর্মীদের দাবির প্রতি ন্যূনতম মর্যাদা দিতে রাজি নয়।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা তাঁদের অসহায়তার কথা, তার প্রতিকারের দাবি প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী সহ নানা প্রশাসনিক দপ্তরে বারবার জানিয়েও কোনও সুরাহা পাননি। নিরুপায় হাজার হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী আন্দোলনে নামেন। স্কিম ওয়ার্কার্স ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া এবং শ্রমিক সংগঠন এআইইউটিইউসি সহ নানা সংগঠনের নেতৃত্বে দেশজুড়ে আন্দোলন চলছে। একমাস ধরে হরিয়ানায় আন্দোলন করে চলেছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-সহায়িকারা। ফেব্রুয়ারি থেকে দিল্লির বুকে একটানা ধর্মঘট চলছে। এই প্রতিবেদন লেখার সময় ধর্মঘট ৩৯ দিনে পা দিয়েছে। সরকার এঁদের দাবি শোনার পরিবর্তে চূড়ান্ত অগণতান্ত্রিক কায়দায় ধর্মঘট ভাঙতে এসমা জারি করেছে। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা মনে করেন, এভাবে তাঁদের আন্দোলন ভাঙতে পারবে না সরকার। আশ্চর্যের বিষয়, আইনত এসমার মতো কালা কানুন সরকারি কর্মচারীদের ক্ষেত্রে জারি করা যায়। কিন্তু সরকার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের আজ পর্যন্ত সরকারি কর্মী হিসাবে স্বীকৃতি দেয়নি। তা সত্ত্বেও কীভাবে তাদের উপর এসমা জারি করল সরকার? আসলে আন্দোলন দমন করতে সরকার নিজেই নিজের আইন ভাঙছে।

অসংগঠিত এই ক্ষেত্রের কর্মীরা আজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে তাদের অধিকার, মর্যাদা সব কিছু আদায়ে বদ্ধপরিকর। সরকারি কর্মচারী হিসাবে স্বীকৃতি দিলে তাদের মাইনে বাড়াতে হবে, পি এফ-পেনশন সহ অন্যান্য সরকারি কর্মীদের মতো নানা সুযোগ-সুবিধা দিতে হবে, তা দিতে রাজি নয় কোনও সরকারই। সমাজের সুবিশাল দায়িত্ব পালন করেন যে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা পুঁজিপতি শ্রেণির সেবক সরকার তাদের প্রতি নিজের দায়িত্ব অস্বীকার করছে। শিশু পুষ্টির মতো জরুরি বিষয়ে শুধুমাত্র সাফল্যের বিজ্ঞাপন দিয়েই সরকারের দায়িত্ব শেষ। আর সভ্যতার পিলসুজ এই কর্মীরা দিনরাত এক করে, ঝড়-জল উপেক্ষা করে নিজেদের নিংড়ে দিতে বাধ্য হচ্ছেন।

ক্ষমতাশালী দলগুলির উপর ক্ষুব্ধ ২২ হাজার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও তাদের পরিজন দিল্লির পৌরসভা নির্বাচনে আপ এবং বিজেপিকে বয়কট করেছিলেন। এমনকি ওই দলগুলির কোনও নেতাকে ওই সমস্ত এলাকায় প্রচার পর্যন্ত করতে দেননি। এই সংঘবদ্ধতা সরকারের চোখে আতঙ্কের।

সেজন্য অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের আন্দোলনে শিশুদের ভবিষ্যৎ নষ্ট হবে এবং সামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হবে—এই কথা বলে আন্দোলন তুলে নেওয়ার হুমকি দিয়েছিল অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আপ সরকার। সরকারের মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রী সেই বার্তা আন্দোলনকারীদের কাছে পৌঁছে দেন। কিন্তু সরকার নিজেদের দায় ঝেড়ে ফেলতে অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের দাবি না মেনে দমনমূলক আইন প্রয়োগের যে হীন পন্থা নিচ্ছে, তাতে ধিক্কার জানিয়েছেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা। দাবি না আদায় হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চলবে বলে জানিয়েছেন নেতৃবৃন্দ। ১৪ মার্চ কলকাতা সহ দেশের নানা স্থানে সংহতি দিবস পালন করেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী-সহায়িকারা।

পাঠকের মতামত

লজ্জিত চিকিৎসক

আইএমএ কলকাতা শাখার নির্বাচন ঘিরে বিগত ১৫-২০ দিন ধরে যা তরজা চলল, তাতে একে নির্বাচন না বলে প্রহসন বলাই ভালো। সকলেই বলছে, ডাক্তার সমাজের এই ভোট পৌরসভা-পঞ্চায়েত ভোটকেও হার মানায়। এই নির্বাচনের ভোট প্রচারে একজন প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে বলা হয়েছে— ধর্ষক, অপর পদপ্রার্থীকে বলা হয়েছে কুকুরের ডায়ালিসিসের হোতা, টসিলিযুমার চোর। কোনও সুস্থ প্রচার, ডাক্তারদের গণতান্ত্রিক দাবিদাওয়া সংক্রান্ত কোনও বক্তব্য এরা কেউ রাখলেন না। শুধু কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি চলল, যা আদ্যোপান্ত নোংরামি।

আসলে এটা তৃণমূলের দুই যুযুধান গোষ্ঠীর লড়াই। এটা পশ্চিমবঙ্গের আপামর ডাক্তার সমাজের প্রতিনিধিত্ব বা চিন্তা ভাবনার প্রতিফলন নয়।

পরাধীন ভারতে আইএমএ-এর শুরুর দিনগুলোতে কিছুটা প্রগতিশীল ভূমিকা ছিল, যদিও ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের হাত ধরেই তারা কাজ করত। কিন্তু স্বাধীনোত্তর ভারতে আইএমএ (হেডকোয়ার্টার) কেন্দ্রীয় সরকারের তোষামোদ করেছে, তেমনি রাজ্যভিত্তিক আইএমএ বডিগুলো নিজ নিজ রাজ্য সরকারের তোষামোদে ব্যস্ত। তাই আইএমএ সর্বভারতীয় সংগঠন হলেও আপামর ডাক্তার সমাজের চিন্তাভাবনা বা দাবি-দাওয়া তুলে ধরার মঞ্চ হিসেবে গড়ে ওঠেনি।

তাই সকল শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে অনুরোধ এই আইএমএ, কলকাতা শাখার এই নির্বাচনকে ডাক্তার সমাজের নীচতা বা পঙ্কিলতা হিসাবে না ধরে দক্ষিণপন্থী তৃণমূল রাজনীতির গোষ্ঠীকোন্দলের অংশ হিসাবেই গ্রহণ করবেন।

ডাঃ কবিউল হক
কলকাতা

নির্মম সত্য

'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই'। মধ্য যুগের বাংলার এক চারণ কবি বড়ু চণ্ডীদাস সমগ্র বিশ্বকে শুনিয়ে ছিলেন তাঁর এই ঐতিহাসিক মানবিক বাণী। কিন্তু আজকের সমাজে তাঁর এই বাণীর কতটুকু! মানুষের মানবিকতা আজ ভূলুণ্ঠিত, কলঙ্কিত। কেন এই কথার অবতারণা করলাম তার একটা গল্প বলি। আমার স্ত্রী মালা দাস এনায়েতনগর সাব সেন্টারের আশা কর্মী। ৭ মার্চ সোমবার সকাল ৯টায় সামান্য একটু টিফিন করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায় এ সি এফ কর্মসূচিতে। ভেবেছিল দুপুরে বাড়ি ফিরে ভাত খাবে। কিন্তু বেলা সাড়ে এগারটা নাগাদ সুপারভাইজার দিদির হঠাৎ ফোন— এক্ষুণি পল্লিশ্রী স্কুলে যাও, মাধ্যমিকের সিট পড়েছে, স্বাস্থ্যকর্মী হিসাবে ডিউটিতে বসতে হবে। পড়ি কি মরি করে মাঠ ভেঙে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্কুলে এসে ডিউটিতে যোগ দিল। ১২টা থেকে বেলা ৩টে পর্যন্ত ডিউটি চললো। ডিউটি চলাকালীন প্রত্যেক শিক্ষক-শিক্ষিকা যারা গার্ড দিচ্ছিলেন এমনকি স্কুল সেক্রেটারি পর্যন্ত প্রত্যেকেই টিফিন পেলেন, খেলেন, শুধু বোঝা হয়ে গেল উক্ত স্বাস্থ্যকর্মীটি যে কিনা অন্যের স্বাস্থ্যের দায়িত্ব নিতে বসে আছে। বাড়িতে এসে বলছে আর কাঁদছে যে দুটো পয়সা রোজগারের জন্য কি চাকরি করছি যেখানে ন্যূনতম সম্মানটুকুও নেই। আমরা তো রাস্তার কুকুরের থেকেও অধম। রাস্তার কুকুরকেও মানুষ দুটো বিস্কুট কিনে খেতে দেয়। আমাদের তো সেই সম্মানটুকুও জোটে না।

এই মর্মবেদনা, এই মানসিক যন্ত্রণা একজন স্বাস্থ্যকর্মীর স্বাস্থ্যের পক্ষে কতটা হানিকর সেটা উর্ধ্বতন স্বাস্থ্য কর্তারা নিশ্চয়ই ভাল জানেন। যাঁরা ডিউটিতে বহাল করলেন তাঁদের শুধু ওইটুকুই দায়িত্ব। আশারা বসার জায়গা পেল কি না, তারা টিফিন পেলেন কি না এসব সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে বলার প্রয়োজন নেই? কেন? আশারা স্থায়ী সরকারি কর্মী নয় বলে? তাদের যেভাবে খুশি যেমন খুশি ব্যবহার করা যায়? বিএমওএইচ স্যার তাঁর মতো বলেন। সুপারভাইজার দিদি তাঁর মতো বলেন। প্রথম এএনএম দিদি তাঁর মতো বলেন, দ্বিতীয় এএনএম তাঁর মতো বলেন। আর ব্যেফ্ দিদি উপরিওয়ালার কথা মতো ফরমায়েস করেন। এরই নাম 'আশা' নামক এক অদ্ভুত জীব।

মালা এক জন হার্টের রোগী। গত জুনে একটা স্টেন্ট বসেছে, ডাক্তার বাইপাসের জন্য বলেছেন। কিন্তু এই মুহূর্তে তা সম্ভব হচ্ছে না। এখন মাসে ওষুধ লাগে পাঁচ হাজার টাকা। আর আমি সরকার স্বীকৃত প্রতিবন্ধী। পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নকে ধন্যবাদ, তাঁরা আশাকর্মীদের এই শোষণ, বঞ্চনা, অপমানের বিরুদ্ধে লাগাতার লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। তাঁরা নিশ্চয় সফল হবেন এবং আশাকর্মীরা উপযুক্ত মর্যাদা নিয়ে কাজ করতে পারবেন।

জনৈক আশাকর্মীর স্বামী

সংসারে অশান্তি তৈরির জন্যই কি সরকারকে ভোট দিয়েছিলাম

জলপাইগুড়ি জেলার বেলাকোবা এলাকার গ্রামীণ হাট বটতলা। ২২ মার্চ শিলিগুড়িতে কেন্দ্র-রাজ্য সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-মিছিল সফল করতে হাটে প্রচার চলছিল। লাল সালু পেতে যখন হ্যান্ডবিল বিলি এবং অর্থসংগ্রহ চলছিল কণিকা বর্মন নামে এক গৃহবধূ হ্যান্ডবিল হাতে নিয়েই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েন। জানতে চান 'দুয়ারে মদ প্রকল্প' কী? তার সাথে শিক্ষার বেসরকারিকরণ সহ অন্য দাবিগুলিও তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে। তিনি বলতে থাকেন 'সংসারে অশান্তি করার জন্য কি আমি এই সরকারকে ভোট দিয়েছিলাম? মদের জন্য আমার সংসার ভেঙে যাওয়ার উপক্রম। এর জন্যই হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পরেও ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাতে পারছি না। ভেবে নিয়েছিলাম এই বুঝি কপালে আছে।' কণিকা কথা দিয়েছেন হাজার অসুবিধার মধ্যেও তিনি শিলিগুড়িতে যাবেন। তিনি তাঁর এলাকায় ঘরে ঘরে মহিলাদের এই কথাগুলি বলতে চান, তার জন্য কর্মীদের কাউকে যেতে বলেন তাঁর এলাকায়। কিছু হ্যান্ডবিল তিনি সাথে নিয়ে যান।

জানতাম না যাদের ভোট দিচ্ছি তারাই সর্বনাশ করছে

ধূপগুড়ির গ্রামীণ এলাকায় কালিরহাট। দলের কর্মীরা হ্যান্ডবিল নিয়ে প্রচার করেছিলেন। সত্তরোর্ধ এক ব্যক্তি হ্যান্ডবিলটি অনেকক্ষণ ধরে পড়তে থাকেন এবং আরও বিস্তারিত জানতে চান। কর্মীরা প্রস্তাব দেন 'আপনার এলাকায় মানুষকে নিয়ে আমরা বসতে চাই'। প্রবীণ মানুষটি পাড়ার প্রতিটি বাড়িতে গিয়ে গিয়ে বৈঠক সংগঠিত করেন। ওই বৈঠকে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির কিছু সমর্থক ছিলেন। আলোচনা শোনার পর তাদের কয়েকজন বললেন, 'আমরা জানতাম না আমরা যাদের ভোট দিচ্ছি তারাই আমাদের এই সর্বনাশ করছে'।

আমরা চাই বামপন্থীরা ঐক্যবদ্ধ হোন, নেতারা চান না

যে ২১ দফা দাবি নিয়ে ২২ মার্চের বিক্ষোভ-মিছিল বেশির ভাগ মানুষই বলছেন, তাঁরা এই দাবির সঙ্গে একমত। কিছু বামপন্থী মানুষ তারাও এস ইউ সি আই (সি)র প্রতি সম্মান রেখেই বামপন্থী আন্দোলন গড়ে তোলার কথা বলছেন।

হুগলির চুঁচুড়ায় প্রচার চলার সময়ে এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে বলেন, আমি সিপিএম করি, কিন্তু এস ইউ সি আই (সি)কে ভালবাসি। দলের এক কর্মী তাঁকে বলেন, এই পরিস্থিতিতে বামমনস্ক মানুষদের জোটবদ্ধ হয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার দরকার। অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে তিনি বলেন, আমরা তো চাই ঐক্য হোক, কিন্তু আমাদের নেতারা তো চান না। তাঁরা ঠিক করছেন না।

অনেকেই বললেন, আপনারাই তো আন্দোলন করছেন। আমরা হয়তো যেতে পারব না মিছিলে, কিন্তু জানবেন আপনাদের আন্দোলনে আমাদের সমর্থন সব সময় আছে।

একজন হতদরিদ্র ভিখারি তাঁর ছেঁড়া জামার পকেটে থাকা ৮টি টাকাই কর্মীটির হাতে তুলে দেন।

দলের এক ছাত্রকর্মী এক ব্যক্তিকে চাঁদা চাওয়ায় তিনি বললেন, এস ইউ সি আই (সি)র পক্ষ থেকে চাইছো বলেই দিচ্ছি। কিছুক্ষণ তাকিয়ে বললেন, মন থেকে এস ইউ সি আই করো? কর্মীটি হ্যাঁ বলায় টাকা দিয়ে চলে গেলেন।

হিজাব বিতর্ক

তিনের পাতার পর

করেছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন, কাপড়ের এই আচ্ছাদন পরিধান আসলে ধর্মের মোড়কে আধিপত্যবাদী পুরুষতন্ত্রেরই চিহ্ন। নারীকে এই পোশাক পরার বিধান দেওয়ার পিছনে রয়েছে, তাদের ভোগ্যবস্তু হিসাবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি, সেই কারণেই হিজাব বর্জনের ডাক দেওয়া উচিত মেয়েদের।

হিজাব সম্পর্কে তাঁদের মূল্যায়নের সঙ্গে সহমত হয়েও একটা কথা বলাই যায় যে, কোনও ধর্মই আজ নারীকে ভোগ্যবস্তুর চেয়ে উন্নততর কিছু ভাবে না। হিজাবের মতোই হিন্দুদের শাঁখা-সিঁদুর, লোহার চুড়ি— এসবও যে পুরুষতন্ত্রের চাপিয়ে দেওয়া শৃঙ্খল, ইতিহাস তা-ই বলে। একুশ শতকে দাঁড়িয়ে দাসত্বের এ সব চিহ্ন বর্জন করার সংগ্রামে অবশ্যই সামিল হতে হবে আধুনিক নারীকে। কিন্তু সে সংগ্রামে তো নারীদের ঠেলে পাঠিয়ে দিতে পারবেন না নারীমুক্তিকামী মানুষজন! পুরুষতন্ত্রের শেকল ভাঙার প্রেরণা আসবে মেয়েদের নিজস্ব জাগ্রত চেতনা থেকে। সেই চেতনার জন্ম হবে যথাযথ শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক আন্দোলনগুলিতে সামিল হয়ে লড়াই করার মধ্য দিয়ে। কিন্তু তার জন্য তো সর্বাগ্রে প্রয়োজন পড়াশোনার সুযোগ। বহু আলোচিত সাচার কমিশনের রিপোর্টেই রয়েছে গোটা সংখ্যালঘু সমাজের সার্বিক পিছিয়ে পড়ার করুণ ছবি। সেখানে মুসলিম মেয়েদের বড় অংশটাই তো রয়ে গেছে গভীর অন্ধকারে। এই অবস্থায় 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' স্লোগান দেওয়া সরকারের তো উচিত এই মেয়েদের শিক্ষাঙ্গনে টেনে আনার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করা। তা না করে শাসক বিজেপির কার্যকর্তারা ভোটের ক্ষুদ্র স্বার্থে হিজাব নিয়ে শোরগোল তুলে মেয়েদের যে অংশটুকু বাইরে বেরিয়ে পড়াশোনার সুযোগ করে নিয়েছিলেন, তাঁদেরও আটকে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন।

নারীচেতনার উত্তরণই ছুঁড়ে ফেলবে সংস্কারের চিহ্নগুলিকে

সত্যিই যদি কোনও সরকার চায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় পরিচয়বাহী পোশাক বর্জিত হোক, তাহলে প্রথমেই যা প্রয়োজন তা হল যথাযথ শিক্ষাদানের মধ্য দিয়ে গণতান্ত্রিক চেতনার প্রসার ঘটানো। বিশেষ একটি সম্প্রদায়ের পোশাক নিয়ে বিতর্ক তুলে ঘোলা জলে মাছ ধরতে না নেমে পিছিয়ে পড়া অংশ সহ সমস্ত মেয়েদের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া দরকার শিক্ষার আঙিনা। গণতান্ত্রিক আন্দোলনে আরও বেশি করে সামিল হতে উৎসাহিত করা দরকার নারীদের। অধিকার আদায়ের আন্দোলনে পুরুষের পায়ে পা মিলিয়ে কদম কদম এগোতে এগোতেই তো একদিন খসে পড়বে হিজাব, ছিঁড়ে পড়বে সিঁদুর-শাঁখা-ঘোমটার বন্ধন। পুরুষের সম-উচ্চতায় দাঁড়িয়ে সূর্যের অপার আলোর নিচে সেদিন মাথা উঁচু করে হাঁটবে নারী। একুশ শতকে নারীর এই উত্তরণই তো কাম্য!

মানুষ চায় আন্দোলন হোক

একের পাতার পর

সুপারের কাছে ডেপুটেশন দেওয়া হবে শুনে তিনিও সঙ্গে গেলেন এবং সুপারের কাছে তুলে ধরলেন তাঁর ক্ষোভের কথা।

বেহালায় প্রচার করছিলেন কর্মীরা। প্ল্যাকার্ডে লেখা দাবিগুলি দেখছিলেন এক ব্যক্তি। 'দুয়ারে মদ প্রকল্প বাতিল করতে হবে' এই দাবিটির দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, কোনও সভ্য সরকার যে এমন ঘোষণা করতে পারে এটা ভাবনার অতীত। আপনারা সঠিক দাবি তুলেছেন। তারপর পকেট থেকে একটি একশো টাকার নোট বের করে বললেন, ২২ তারিখের মিছিলে নিশ্চয় যোগ দেব। সরকারের মদের ঢালাও প্রসারের বিরুদ্ধে দরিদ্র মানুষ, বিশেষত মহিলাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ লক্ষ করা যাচ্ছে। বেলেঘাটার এক বসতিতে প্রচার চালানোর সময়ে কয়েক জন মহিলা এগিয়ে এসে বললেন, এঁরা কি নেতা? এঁরা কি আমাদের কথা ভাবে? বলুন আমাদের কোথায় যেতে হবে?

উত্তর কলকাতার শোভাবাজারে প্রচার চলছিল। মাইকে কর্মীরা ঘোষণা করছিলেন কী ভাবে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার তেল গ্যাস খনি বন্দর ব্যাঙ্ক বিমা প্রতিরক্ষা প্রভৃতি সব রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলিকে একচেটিয়া পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দিচ্ছে। শিক্ষা স্বাস্থ্যের বেসরকারিকরণ করছে। জিনিসপত্রের দাম প্রতিদিন বেড়ে চললেও সরকারগুলি কেমন হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে।

প্রচার শুরু হতেই বহু মানুষের মুখেই একই কথা শোনা গেল—প্রতিবাদ করার জন্যে তো এই একটি দলই আছে। এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে বললেন, রাস্তাতে তো শুধু আপনাদেরই দেখি। বাকিরা তো শুধু ভোটের দল। কিন্তু কী হবে বলুন দেখি! সরকার যা করছে, এ কি রোখা যাবে? দলের এক কর্মী উত্তর দিলেন, কেন রোখা যাবে না? দিল্লির কৃষকরা তো দেখিয়ে দিলেন, একজোট হলে বিজেপির মতো একটা ফ্যাসিস্ট সরকারকেও পিছু হঠানো যায়। শুধু তা কেন, এ রাজ্যে কি আন্দোলন করে ইংরেজি চালুর দাবি আদায় হয়নি? কদিন আগেই তো ছাত্র-অভিভাবকদের আন্দোলনের চাপে সরকার স্কুল খুলতে বাধ্য হল। তিনি বললেন, তা ঠিক, কিন্তু ...। কর্মীটি উত্তর দিলেন, কোনও কিন্তু নেই। জনগণ যদি একজোট হয় তা হলে তার শক্তি সরকারের থেকে অনেক বেশি। সরকারকে পিছু হঠাতে হলে শুধু সমর্থন নয়, আপনাদেরও আন্দোলনে আসতে হবে। যত তাড়াতাড়ি আপনারা আসবেন ততই আন্দোলন জোরদার হবে, সরকারকে আমরা ভাবাতে পারব। আর সরকার যদি বোঝে, জনগণ অসংগঠিত, আমরা যা করব তারা শুধু মুখ বুজে সয়ে যাবে, তবে একের পর এক বোঝা চাপাতেই থাকবে। আর আমরা যদি সংগঠিত হই, নীরবে মেনে না নিই, প্রতিবাদ করি, তবে জনগণের বিরুদ্ধে যেতে সরকারকে পাঁচবার ভাবতে হবে, সহজে এমন বেপরোয়া হতে পারবে না। কথাগুলি মন দিয়ে শুনলেন মানুষটি, তারপর পকেট থেকে দুটি দশ টাকার নোট বের করে কর্মীদের হাতে ধরা লাল শালুতে দিলেন।

প্রচারে গিয়ে ব্যাঙ্কগুলিতে অফিসার থেকে সাধারণ কর্মচারী সবারই স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। সরকারের বেপরোয়া বেসরকারিকরণের নীতিতে তথাকথিত 'হোয়াইট কলার' কর্মচারীরাও উদ্বিগ্ন। বলছেন, আন্দোলনটা খুবই জরুরি। আমরা আছি আপনাদের সাথে। চাঁদা দিচ্ছেন, নাম-ঠিকানা দিচ্ছেন, যোগাযোগ রাখতে বলছেন। একই রকম সমর্থন লক্ষ করা যাচ্ছে রেল কর্মচারীদের মধ্যে। শিয়ালদহে রেল কলোনিতে প্রচারের সময় একবাক্যে সবাই আন্দোলনকে সমর্থন করেছেন। বলেছেন, সরকার আমাদের জীবনের নিরাপত্তাকেই কেড়ে নিতে চায়। আন্দোলন তো আমাদেরই করার কথা। আপনারা আমাদের কাজই করছেন।

হকারদের মধ্যে প্রচারে গিয়ে দেখা গেল, সরকার যে ভাবে নির্বিচারে উচ্ছেদের পরিকল্পনা নিয়েছে তাতে ভয়ে আছেন তাঁরাও। বলছেন, দেখুন চাকরি তো নেই, সামান্য হকারি করেও যে সংসার চালাব, তা-ও করতে দেবে না সরকার। আপনাদের প্রতিটি দাবিই ন্যায্য। যতক্ষণ পারি মিছিলে হাঁটবো।

এ বারের প্রচারে সব চেয়ে বেশি চোখে পড়েছে আন্দোলনের প্রতি মানুষের ভেতর থেকে একটা সমর্থন। হয়ত সবাই মিছিলে-আন্দোলনে এখনই আসবেন না, কিন্তু মানুষ আন্তরিক ভাবেই চাইছেন আন্দোলন হোক, প্রতিবাদ হোক। তাই মিছিলের কথা শুনে সবাই একবাক্যে বলছেন, এই প্রতিবাদের খুবই দরকার।

একটি চায়ের দোকানে বন্ধুদের আড্ডায় প্রচারপত্র দিতেই এক যুবক বলে উঠলেন, আপনারা তো সব কিছু নিয়েই আন্দোলন করেন তবে ভোট পান না কেন? কর্মীটি কিছু বলার আগেই তাঁদেরই একজন বলে উঠলেন, ভোটএ! আর বলিস না। এর নাম ভোট! সব দলই সমান। যে যেখানে ক্ষমতায় আছে সে-ই তো একই জিনিস করছে। কর্মীটি উত্তর দিলেন, ঠিকই। দেখুন, স্বাধীনতার পর থেকে ভোট তো মানুষ কম দিল না। সরকার তো কম পরিবর্তন হল না। কিন্তু ভোটবাজ দলগুলি ভোটকে পুরোপুরি প্রহসনে পরিণত করেছে। ভোট মানে তো এখন টাকা, গুন্ডাশক্তি আর পুঁজিপতিদের মিডিয়ার প্রচারের জোর। মানুষের সমর্থন কোথায়? মানুষ তো ওদের কাছে দাবার বোড়ে ছাড়া আর কিছু নয়। যুবকটি রাগের সাথে বললেন, এক একজন দশটা বিশটা করে ভোট দিচ্ছে। এর নাম গণতন্ত্র! কর্মীটি বললেন, শুধু ছাপ্পা ভোটই নয়। এই বেকার যুবকদের অসহায়তার সুযোগ নিয়ে টাকার লোভ দেখিয়ে, কাজের লোভ দেখিয়ে, মদ খাইয়ে এমন নীতিহীন কাজে নামিয়ে তাদের নৈতিক মেরুদণ্ডটাকে ভেঙে দিচ্ছে, অমানুষ করে দিচ্ছে। এটা আরও সর্বনাশের। আর এই ভাবে যে ভোট, তাতে তো জেতে ভোটবাজ দলগুলির নেতারা, জিতে এমএলএ হয়, এমপি হয়, মন্ত্রী হয়। মানুষের দুরবস্থা বদলায় না। এই সব দলগুলির নাম আলাদা, পতাকার রঙ আলাদা, নীতি সবার এক। কর্মীটি যুবকদের উদ্দেশ্যে বললেন, দেখুন আমরা বহু দিন ধরে বলে আসছি, ভোট দিয়ে সরকার বদলায় মানুষের দুরবস্থা বদলায় না। আজ মানুষ অভিজ্ঞতা দিয়ে তা ধরতে পারছে। বুঝতে পারছে মানুষের দুরবস্থা বদলাতে পারে একমাত্র নীতিভিত্তিক লড়াই-আন্দোলনের পথেই। ঠিক এই কারণেই ২২ মার্চের মিছিলের ডাক মানুষের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছে।

প্রাণের প্রত্যয় জাগছে

টানা দু'বছর লকডাউন। তার মধ্যে আমার নিজের দীর্ঘ অসুস্থতা। হাসপাতাল আর বাড়ি, প্রায় শয্যাশায়ী অবস্থাতেই কেটেছে দিনগুলো। মানুষের মাঝে গিয়ে পার্টির কর্মসূচিতে অংশ নিতে পারিনি। অচেনা অজানা অগণিত জনতার মুখোমুখি হইনি। তাদের দুঃখ দুর্দশার কথা কিছুটা টিভিতে শুনেছি, কাগজে পড়েছি। লকডাউন ওঠার পর এই ক'দিন হল বাইরে বেরোতে শুরু করেছি। সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের মরিয়া ব্যস্ততা দেখছি। অগ্নিমূল্য বাজারে টিকে থাকতে মানুষের দীর্ঘশ্বাস শুনছি। এর মধ্যে মিটিং মিছিল কি তাদের আকর্ষণ করবে? সংশয় ছিল আমার নিজের মধ্যে। ২২ মার্চ জনজীবনের সমস্যা নিয়ে পার্টি বিক্ষোভ মিছিলের ডাক দিয়েছে। তার প্রচারে নামতে সামান্য হলেও মনে দ্বিধা ছিল। কিন্তু অবাক হলাম গরিব মধ্যবিত্ত মানুষের প্রতিক্রিয়া দেখে। সন্ধ্যার শ্যামবাজার। বুঝতেই পারছেন কোন তুঙ্গে মানুষের ব্যস্ততা। তার মধ্যে দাঁড়িয়েছি হাতে বিল কুপন আর লিফলেট নিয়ে। আশ্চর্য হলাম, এস ইউ সি আই(সি) নামটা শুনেই মানুষ ঘুরে দাঁড়াচ্ছে। তাদের ক্লান্ত চোখে চিকচিক করতে দেখছি গভীর প্রত্যাশা। 'আপনারা কিছু করুন'—এক মাঝবয়সী ভদ্রলোকের কাতর এই মন্তব্যে বুকটা মুচড়ে উঠলো। এক যুবক, সম্ভবত বেকার, পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। পার্টির নাম শুনে ফিরে এসে হ্যান্ডবিলটা নিলেন। দশটা টাকা দিয়ে বললেন, 'এই একটা দলকেই আমি চাঁদা দিই।' চলে যাওয়ার সময় বললাম, ২২ তারিখ হেদুয়াতে আসুন। তিনি ঘাড় ঘুরিয়ে ডান হাত তুলে যে ভাবে সম্মতি জানালেন, মনে হল কবিতার দৃশ্যকল্প,

'ইটে-কাঠে-পিচে-পাথরে দেয়ালে দেয়ালে
বেজে উঠলো এক দুর্বার উচ্চারণ
এক প্রত্যয়ের তপ্ত শঙ্খধ্বনি-
প্রাণ আছে, এখনো প্রাণ আছে।'

— এক কর্মীর অভিজ্ঞতা

এআইএমএসএস-এর সম্মেলন

৮ মার্চ বিশ্ব নারী দিবসে এআইএমএসএস সরসুনা আঞ্চলিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সরসুনা বয়েজ হাই স্কুলে। ৬০ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিল। কমরেড চামেলি ঘোষালকে সভাপতি, কমরেড পারমিতা রায়কে সম্পাদক ও কমরেড সান্তনা ঘোষকে কোষাধ্যক্ষ করে ২১ জনের কমিটি গঠিত হয়। প্রধান বক্তা ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড স্বপ্না দাশগুপ্ত। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা জেলা সম্পাদক কমরেড অনন্যা নাইয়া।

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি) পুরুলিয়া জেলার জনার্দনডি লোকাল কমিটির প্রবীণ সদস্য কমরেড পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল ২৩ ফেব্রুয়ারি নিজের বাড়িতে বয়সজনিত রোগভোগের পর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৮ বছর।

'৬০-এর দশকের শেষ ভাগে তৎকালীন কৃষক ও খেতমজুর ফেডারেশন (বর্তমানে এ আই কে কে এম এস)- এর কাজ তাঁকে আকৃষ্ট করে। কমরেড পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল পেশায় প্রাথমিক শিক্ষক ছিলেন। পুরুলিয়া জেলার একটি জনসভায় প্রথম যুক্তফ্রন্ট সরকারের শ্রমমন্ত্রী, দলের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, বিশিষ্ট জননেতা প্রয়াত কমরেড সুবোধ ব্যানার্জীর প্রখর তথ্য ও যুক্তিপূর্ণ এবং আবেগপ্রবণ বক্তব্য কমরেড মণ্ডলকে আলোড়িত করে। তারপর থেকেই দলের সঙ্গে তাঁর একাত্মতা বাড়তে থাকে। তিনি শিক্ষক সংগঠন বঙ্গীয় প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাথে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হন এবং জেলা সভাপতির দায়িত্ব নিয়ে দীর্ঘ সময়কাল শিক্ষক ও শিক্ষার স্বার্থে আন্দোলন গড়ে তোলেন। যুক্তফ্রন্ট সরকারের আমলে সরকার পরিচালিত জেলা স্কুল বোর্ডের অন্যতম সদস্য হিসেবে শিক্ষক ও শিক্ষাস্বার্থে বহু মূল্যবান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যার দ্বারা তৎকালীন সময়ে শিক্ষকরা প্রভূত উপকৃত হন, আজও বহু শিক্ষক তা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন।

'৭০-এর দশকে জনার্দনডি অঞ্চলে কৃষক নেতা কমরেড রামযতন সিং ও কমরেড গুহিরাম বাউরির নেতৃত্বে দুর্বার ভাগচাষি আন্দোলন গড়ে ওঠে। কংগ্রেসী গুন্ডাদের আক্রমণে ১৯৭৫ সালে ওই দুই কমরেড শহিদের মৃত্যু বরণ করেন। এই ঘটনার পর কমরেড পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল আঞ্চলিক স্তরে সংগঠন বিস্তারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। পরবর্তীকালে মিথ্যা মামলায় জড়িয়ে দিয়ে এলাকার নেতা প্রয়াত কমরেড কুশধ্বজ মণ্ডল, রামপ্রসাদ রাউত সহ ৬ জন কমরেডের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হলে তিনি জুনিয়র কমরেডদের সাহস জুগিয়ে কাজে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি অসুস্থ থাকা সত্ত্বেও নিয়মিত দলের খোঁজখবর রাখতেন। দলের পত্র-পত্রিকা নিয়মিত চর্চা করতেন। কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই বৃদ্ধ বয়সেও গ্রাহকদের গণদাবী দিতেন।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ শুনে বর্তমান শিক্ষক নেতা সহ দলের জেলা ও লোকাল নেতা-কর্মীরা, আত্মীয়-স্বজন, গ্রামবাসী তাঁর বাসভবনে উপস্থিত হয়ে মরদেহে মাল্যদান করে বিপ্লবী শ্রদ্ধা জানান। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল একজন দক্ষ সংগঠককে এবং শিক্ষা আন্দোলন হারাল এক নেতাকে।

কমরেড পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

ইপিএফ-এ সুদ কমানোর তীব্র নিন্দা এআইইউটিইউসি-র

ইপিএফ-এর সুদ কমানোয় তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে এআইইউটিইউসি-র সাধারণ সম্পাদক কমরেড শঙ্কর দাশগুপ্ত ১৩ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন,

এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন স্বেচ্ছাচারী কায়দায় যেভাবে ইপিএফ-এর সুদের হার কমিয়ে দিয়েছে, এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় কমিটি তার তীব্র নিন্দা করছে। সুদের হার ৮.৫ শতাংশ থেকে কমিয়ে করা হয়েছে ৮.১ শতাংশ, যা গত চার দশকে সর্বনিম্ন। এই পদক্ষেপ অর্থনৈতিক ভাবে ইতিমধ্যেই বিধ্বস্ত কোটি কোটি পিএফ সদস্যদের শুধু নয়, দীর্ঘ কোভিড অতিমারির কারণে সমস্যা জর্জরিত সমগ্র শ্রমজীবী মানুষের শোচনীয় ক্ষতি করবে।

১২ মার্চ অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় অছি পরিষদের বৈঠকে এআইইউটিইউসি-র প্রতিনিধি দিলীপ ভট্টাচার্যের তীব্র প্রতিবাদ সত্ত্বেও ইপিএফ-এ সুদের হার কমানোর এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এআইইউটিইউসি শ্রমিক বিরোধী এই সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবি জানিয়েছে। দীর্ঘ দিন ধরে নানা অজুহাত তুলে কেন্দ্রীয় সরকার ন্যূনতম পেনশনের পরিমণ বৃদ্ধির দাবিতে কান দিচ্ছে না। ১২ মার্চের বৈঠকে সংগঠনের প্রতিনিধি হাজার হাজার পিএফ প্রাপকদের ন্যূনতম পেনশন বৃদ্ধির দাবিও জানিয়েছিলেন। আমরা দাবি করছি, অত্যন্ত কম হারে ধার্য ন্যূনতম পেনশনের পরিমাণ বাড়ানো হোক।

বৃহৎ পুঁজিপতিদের নির্দেশে বিজেপি পরিচালনাধীন কেন্দ্রীয় সরকারের প্ররোচনায় ইপিএফও যে আক্রমণ নামিয়ে আনছে, তার বিরুদ্ধে বিশেষ করে পিএফ সদস্য এবং সাধারণ ভাবে সমস্ত মেহনতি মানুষকে তীব্র প্রতিবাদ জানানোর আহ্বান জানিয়েছে এআইইউটিইউসি। সংগঠনের পক্ষ থেকে শ্রমিকবিরোধী এই জঘন্য পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ব্যাপক ও লাগাতার আন্দোলন গড়ে তোলার ডাক দেওয়া হয়েছে।

মহান কার্ল মার্ক্স স্মরণ

শ্রমিক শ্রেণির মুক্তি আন্দোলনের পথিকৃৎ, মার্ক্সবাদের উদগাতা মহান কার্ল মার্ক্সের ১৪০ তম স্মরণ দিবস ১৪ মার্চ এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর উদ্যোগে দেশ জুড়ে শ্রদ্ধা ও শপথের মধ্য দিয়ে পালিত হয়। দলের সমস্ত অফিস এবং গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ছবিতে মাল্যদান, রচনা-পাঠ, উদ্ধৃতি প্রদর্শনী প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠান হয়। কলকাতায় দলের কেন্দ্রীয় অফিসে রক্তপতাকা উত্তোলন এবং প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু সহ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ।

২২ মার্চের মিছিলের দাবি

একের পাতার পর

গরিব মানুষের প্রকৃত সাহায্য হয় এমন প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। মেলা-খেলা-ক্লাবে টাকা না ঢেলে পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যেই কাজ দিতে বছরভর কর্মসংস্থান করতে হবে।

৯। নদী ভাঙন প্রতিরোধ করতে হবে। সুন্দরবন সহ সমুদ্রতীরবর্তী জনবসতিকে প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে রক্ষা করার জন্য স্থায়ী নদীবাঁধ নির্মাণ করতে হবে।

১০। নারী পাচার, নাবালিকা ও শিশু পাচার রোধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। নারী নির্যাতন ও নারী ধর্ষণ বন্ধে সরকার ও প্রশাসনকে তৎপর হতে হবে। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

১১। দলবাজি বন্ধ করে পুলিশ ও প্রশাসনকে নিরপেক্ষ রাখতে হবে। বিরোধীদের উপর সন্ত্রাস, আক্রমণ বন্ধ করতে হবে। নির্বাচনকে গুণ্ডাতন্ত্র থেকে মুক্ত করতে হবে। নানা অজুহাতে মিছিল-মিটিং নিয়ন্ত্রণ করা চলবে না।

১২। বিদ্যুৎ-এর দাম কমাতে হবে। 'বিদ্যুৎ বিল ২০২১' বাতিল করতে হবে। সারের কালোবাজারি বন্ধ করতে হবে। সার-বীজ-কীটনাশকের দাম কমাতে হবে। ফসলের ন্যায্য মূল্য নিশ্চিত করতে হবে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ও কম সুদে সহজে কৃষিঋণ দিতে হবে।

১৩। আশা-আইসিডিএস, পৌর স্বাস্থ্যকর্মী-মিড ডে মিল-নির্মাণ কর্মী-বিড়ি শ্রমিক-মোটরভ্যান চালক সহ সর্বস্তরের অসংগঠিত শ্রমিকদের দাবি অবিলম্বে মানতে হবে।

১৪। দেউচা-পাঁচামিতে আদিবাসীদের জোর করে উচ্ছেদ করা চলবে না।

১৫। পরিবহণের ভাড়া বাড়ানো চলবে না।

১৬। আনিস হত্যার নিরপেক্ষ তদন্ত দ্রুত শেষ করে দোষী ব্যক্তিদের শাস্তি দিতে হবে।

১৭। শ্রমিকস্বার্থ বিরোধী শ্রমকোড বাতিল করতে হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত সম্পত্তির বেসরকারিকরণ চলবে না। ধনকুবেরদের অধিক মুনাফার স্বার্থে সরকারি সংস্থা জলের দরে বেচে দেওয়া চলবে না। ধনকুবেরদের কাছে ব্যাঙ্কের সমস্ত ঋণ উদ্ধার করতে হবে।

১৮। পেট্রল-ডিজেল-রান্নার গ্যাসের বেলাগাম মূল্যবৃদ্ধি রোধ করতে হবে।

১৯। প্রভিডেন্ট ফান্ডের সুদের হার কমানো চলবে না।

আনিস হত্যা ঃ দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি নাগরিক কনভেনশনে

আনিস খানের মর্মান্তিক হত্যার প্রতিবাদ ও দোষীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে ৬ মার্চ মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর পক্ষ থেকে আমতার আনন্দ নিকেতন হলে এক নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট নাগরিক নিখিল রঞ্জন বেরা। বক্তব্য রাখেন মানবাধিকার আন্দোলনের নেতা সুজাত ভদ্র, আনিস খানের দাদা সাবির খান, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক একেএস মাহদী হাসান, অল বেঙ্গল স্টুডেন্ট স্ট্রাগল কমিটির সহ-সম্পাদক গুলাম ওয়ারিশ, সিপিডিআরএস-এর সহ-সম্পাদক রাজকুমার বসাক এবং আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আন্দোলনের নেতা কাজী মিনহাজুল ইসলাম ও অনুপমা খাটুয়া। বক্তারা প্রশ্ন তোলেন এত দিন হয়ে যাওয়ার পরেও কেন তদন্তের মধ্যে দিয়ে প্রকৃত দোষীদের খুঁজে বের করতে পারলো না সিট? আনিস খানের খুনের ঘটনায় বিচারবিভাগীয় তদন্ত করে প্রকৃত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি তোলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক অধ্যাপক গৌরাঙ্গ দেবনাথ। তিনি বলেন, যতদিন না প্রকৃত দোষীরা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি পাচ্ছে ততদিন আমাদের সংগঠনের নেতৃত্বে নাগরিকদের সংগঠিত করে আন্দোলন চলবে। তিনি একই সঙ্গে দাবি করেন, এই ধরনের মর্মান্তিক ঘটনা বাংলার বুকে যেন আর না ঘটে তার জন্য প্রশাসনকে সমস্ত রকম ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। কনভেনশন শেষে আমতা থানা থেকে এক বিশাল মিছিল বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত যায় এবং কিছুক্ষণ পথ অবরোধ করে প্রতিবাদ ধ্বনিত করে। কর্মসূচিতে চার শতাধিক সাধারণ মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

ওয়াটার ক্যারিয়ার-সুইপারদের ডিএলআরও ডেপুটেশন

নিয়মিত কর্মচারীর স্বীকৃতি, স্যাট আদেশ অনুযায়ী অন্যান্য জেলার মতো ১৯৯৯ থেকে বকেয়া মেটানো, পুজোর বোনাস, মৃত বা অক্ষম কর্মচারীর পোষ্যকে ওই পদে নিয়োগ প্রভৃতি দাবি নিয়ে 'ওয়াটার ক্যারিয়ার অ্যান্ড সুইপার ইউনিয়নের' (কর্মবন্ধু) পক্ষ থেকে ১০ মার্চ হাওড়া বঙ্কিম সেতু থেকে শুরু হয়ে এক বিক্ষোভ মিছিল ডিএলআরও-র কাছে দাবিপত্র দেয়।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com